ইসলামী জীবন বিধানে
Common sense-এর গুরুত্ব

গবেষণা সিরিজ-৬

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান

FRCS (Glasgow)

চেয়ারম্যান

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন

ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)

১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি

মগবাজার, রমনা, ঢাকা।

ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩

E-mail : official@qrfbd.org

www.qrfbd.org

For Online Order : www.shop.qrfbd.org

ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ

Admin- 01944411560, 01755309907
Dawah- 01979464717
Publication- 01977301510
ICT- 01944411559
Sales- 01944411551, 01977301511
Cultural- 01917164081

ISBN Number : 978-984-35-1390-8

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০০০

সপ্তম সংস্করণ : মে ২০২৩

নির্ধারিত মূল্য : ৬৫ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই

হাসনা এ্যাডভার্টাইজিং

২৫৭/৮ এলিফ্যান্ট রোড, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫

মোবাইল : ০১৭১৪ ৮১৫১০০, ০১৯৭৯ ৮১৫১০০

ই-মেইল : hasnaad06@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৭
৫	Common sense-এর সংজ্ঞা	২৯
৬	Common sense প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান	৫০
৭	Common sense-এর সংজ্ঞার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়	৫৩
৮	নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য Common sense ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)	৫৪
৯	Common sense-এর অংশসমূহ (Parts)	৬০
১০	Common sense-এর গুরুত্ব	৬২
১১	ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়ের সংখ্যা	৮৫
১২	ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ	৮৬
১৩	ইসলামে Common sense--কে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার কারণসমূহ	৯১
১৪	Common sense-এর দোষ ও গুণ	৯৭
১৫	Common sense অবদমিত ও উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা	৯৮
১৬	পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা	১০০
১৭	Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করার গুনাহ/ক্ষতি	১০২
১৮	Common sense-এর দুর্বলতার ক্ষতি এড়ানোর উপায়	১০৬

১৯	যে অভিনব উপায়ে Common sense-কে জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে	১০৮
২০	জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense বাদ যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে	১০৯
২১	আল্লাহর সাথে কথা বলে পথনির্দেশনা লাভ করা ও Common sense	১১০
২২	Common sense বিরোধী কিছু কথা ও আমল যা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে	১১৩
২৩	শেষ কথা	১১৯

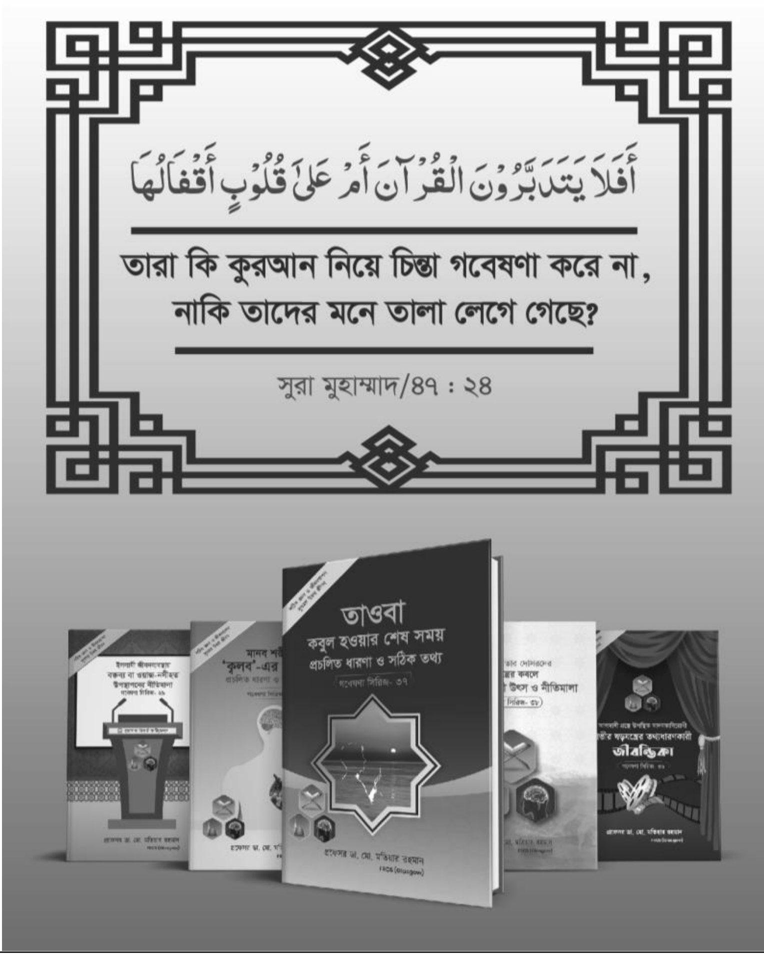

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

Common sense ও General knowledge বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত দুটি কথা। অন্যদিকে General knowledge নেই বললে মানুষ তেমন কিছু মনে করে না। কিন্তু কাউকে Non-sense (Common sense নেই) বললে মারামারি শুরু হয়ে যায়। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ Common sense-কে তাদের মর্যাদার প্রতীক মনে করে। অবাক বিষয় হলো Common sense ও General knowledge-এর প্রকৃত সংজ্ঞা পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষের অজানা। আর Common sense-এর গুরুত্ব ও ব্যবহারনীতির বিষয়েও পৃথিবীর প্রায় শতভাগ মানুষের যথাযথ ধারণা নেই। মুসলিমদের ব্যাপারে এ বিষয়টি আরও বিস্ময়কর। কারণ, ইসলামের বাইরের বিষয়ে অন্য জাতিদের মতোই তারা Common sense ব্যবহার করে। কিন্তু ইসলাম জানা ও বোঝার ব্যাপারে তারা Common sense-কে কোনো গুরুত্ব তো দেয়ই না বরং Common sense-এর ব্যবহারকে নিষিদ্ধ মনে করে। অথচ কুরআন ও হাদীসে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ব্যবহারনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে বহু কথা সরাসরি উল্লেখ করা আছে। পুস্তিকাটিতে কুরআন, হাদীস ও বাস্তবে Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, ব্যবহারনীতি ইত্যাদি সম্পর্কে যে সকল তথ্য আছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে। তথ্যগুলো বুঝে নিয়ে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতা যদি Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা শুরু করে তাহলে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার ব্যাপক কল্যাণ হবে, ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা হতেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্বন্ধে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড হতে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে বড়ো চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবিতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো।

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে আরম্ভ করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে হতে আরবি পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবি বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবি বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসূল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দেয়। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করলো–

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَكۡتُمُوۡنَ مَآ اَنۡزَلَ اللّٰهُ مِنَ الۡكِتٰبِ وَ يَشۡتَرُوۡنَ بِهٖ ثَمَنًا قَلِيۡلًا ۙ اُولٰٓـئِكَ مَا يَاۡكُلُوۡنَ فِىۡ بُطُوۡنِهِمۡ اِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ وَلَا يُزَكِّيۡهِمۡ ۖۚ وَلَهُمۡ عَذَابٌ اَلِيۡمٌ

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা হতে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো−

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে−

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসূল (স.)-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন− মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (সুরা আন-নিসা/৪ : ৮০) মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে বলেছেন– পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই, তুমি কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা তোমার দায়িত্ব নয়। কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করবো।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা আরম্ভ করি। আর বই লেখা আরম্ভ করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসূল (আ.) ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন- এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল/Common sense/বিবেক। পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে। নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের জ্ঞানের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা–

ক. আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/ Principle)

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

কোনো কিছু পরিচালনার নির্ভুল উৎস হলো যা তার সৃষ্টি বা প্রস্তুতকারী লিখে দেন। বর্তমানে একটি কোম্পানি কোনো জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সাথে ঐ যন্ত্রটা পরিচালনার বিষয় সম্বলিত একটা ম্যানুয়াল (বই/কিতাব) পাঠান। ঐ ম্যানুয়ালে থাকে যন্ত্রটা চালানোর সকল মৌলিক বিষয়। ইঞ্জিনিয়াররা কাজটা এ জন্য করেন যে, ভোক্তারা যেন যন্ত্রটা চালানোর মূল বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই জ্ঞানটি ইঞ্জিনিয়াররা মূলত পেয়েছেন মহান আল্লাহর কাছ থেকে। তিনিই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার বিষয়াবলি সম্বলিত কিতাব (Manual) সাথে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আল কুরআনের যে আয়াতটির মাধ্যমে এটি জানা যায় তা হলো–

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ .

আমরা বললাম, তোমরা সবাই এখান (জান্নাত) থেকে নেমে যাও। অতঃপর যখন আমার কাছ থেকে তোমাদের কাছে (জীবন পরিচালনার) পথনির্দেশিকা

(কিতাব/Manual) যাবে, তখন যারা আমার সেই পথনির্দেশিকা অনুসরণ করবে, তাদের কোনো ভয় থাকবে না এবং তাদের দুশ্চিন্তাও থাকবে না।

(সুরা বাকারা/২ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : ইবলিস শয়তানের তথ্যসন্ত্রাসের ধোঁকায় পড়ে আদম ও হাওয়া (আ.) জান্নাতে নিষিদ্ধ গাছের ফল খান। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কাছে তাওবা করেন। মহান আল্লাহ তাঁদের তাওবা কবুল করেন এবং জানিয়ে দেন যে, তাঁদেরকে কিছুকালের জন্য পৃথিবীতে যেতে হবে এবং শয়তানও তাঁদের সাথে থাকবে। আল্লাহর এ কথা শোনার পর ইবলিসের তথ্যসন্ত্রাসের বিষয়ে জ্ঞান থাকা আদম ও হাওয়া (আ.) তাঁদের সন্তানদের ভবিষ্যত নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে তাঁদেরকে অভয় দেন।

আয়াতটির মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যুগে যুগে মহান আল্লাহর কাছ থেকে জীবন পরিচালনার কিতাব (Manual) পৃথিবীতে যাবে। আর মানুষের মধ্যে যারা সেই কিতাবের জ্ঞানার্জন করবে এবং তা অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে তাদের কোনো ভয় ও দুশ্চিন্তা থাকবে না। আল্লাহর প্রেরণ করা সেই কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হলো আল কুরআন।

মহান আল্লাহর এটা নির্ধারণ করা ছিল যে, মুহাম্মাদ (স.)-এর পর আর কোনো রসুল দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই, রসুল (স.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর সময়ের আবর্তনে কমবেশি হওয়া প্রতিরোধের জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে লিখে ও মুখস্থ রাখার ব্যবস্থা মহান আল্লাহ রসুল (স.)-এর মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ নয়, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন মাজীদ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে। আর কুরআন বোঝা সহজ কথাটি আল্লাহ কুরআনে বার বার উল্লেখ করে রেখেছেন (সুরা আল কমার/৫৪ : ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০)।

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের ১০টি (আমাদের গবেষণা মতে) মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে ‘কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন’ কর্তৃক প্রকাশিত **‘কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা’** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিগুলো হলো–

১. কুরআনে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।
২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো।
৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।
৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।
৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।
৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/ Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।
৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত হওয়া (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।
৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।
৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।
১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থান–

অবস্থান-১
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অর্থের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪
আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ

সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীর গ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

বর্তমানে সকল কোম্পানি জটিল কোনো যন্ত্র তৈরি করে বাজারে ছাড়লে যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী পুস্তিকার (Manual) সাথে একজন প্রকৌশলীও পাঠায়। ঐ প্রকৌশলী যন্ত্রটি পরিচালনা করে ভোক্তাদের দেখিয়ে দেয়। কোম্পানি এমন প্রকৌশলী পাঠায় যে ম্যানুয়ালের নির্দেশনা অনুযায়ী যন্ত্রটি সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। ম্যানুয়ালে উল্লেখ থাকা বিষয়গুলো ভোক্তাদের বোঝাতে গিয়ে প্রকৌশলীকে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে ও কাজ করতে হয়। তবে তার কোনো কথা ও কাজ ম্যানুয়ালের তথ্যের বিরোধী হয় না। প্রকৌশলীর কথা ও কাজ যন্ত্রটির পরিচালনা পদ্ধতির বিষয় হলেও তা মূল বিষয় নয়। তা যন্ত্রটির ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়ের ব্যাখ্যা। আর প্রকৌশলী দেখিয়ে না দিলে শুধু ম্যানুয়াল পড়ে কারো পক্ষে জটিল যন্ত্র চালানো সম্ভব নয়।

এ সত্য উদাহরণের ভিত্তিতে আকলের আলোকে সহজে বলা যায়– মানুষ মহান আল্লাহর সৃষ্টি করা সবচেয়ে জটিল সৃষ্টি। তাই মহান আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তার জীবন পরিচালনা পদ্ধতি ধারণকারী ম্যানুয়ালের (কিতাব) সাথে, ম্যানুয়ালে থাকা বিষয়গুলো বাস্তবে প্রয়োগ করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার জন্য একজন ব্যক্তিকেও (নবী-রসূল) পাঠাবেন– এটি স্বাভাবিক। মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ নবী-রসূলদেরকে মনোনীত করে পাঠিয়েছেন। তাই তারা সঠিকভাবে আল্লাহর কিতাবের বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করে মানুষকে দেখিয়ে দেওয়ার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়াও স্বাভাবিক। আর নবী-রসূলদেরকে আল্লাহর কিতাব বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখাতে গিয়ে কিছু অতিরিক্ত কথা বলতে হবে– এটিও স্বাভাবিক। তবে তিনি কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলেন না। অন্যদিকে নবী-রসূলদের কথা, কাজ ও অনুমোদন মূল বিষয় নয়, তা হবে আল্লাহর কিতাবের ব্যাখ্যা– এটি বুঝাও সহজ। মুহাম্মাদ (স.) হলেন আল্লাহর মনোনীত ও প্রেরিত সর্বশেষ রসূল।

সুন্নাহ (নির্ভুল হাদীস) আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস। তবে সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের কিছু মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) নামক বইটিতে। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতিসমূহ হলো নিম্নরূপ–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল/Common sense/বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

মানবশরীরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না। জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক/বোধশক্তি/কাণ্ডজ্ঞান/Common sense/আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস Common sense ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে।

Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। মূলনীতি দুটি অনুসরণ না করে উৎসটিকে ব্যবহার করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। সারসংক্ষেপ আকারে মূলনীতি দুটি হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

প্রতিটি উৎসের মূলনীতিগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক

১. মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে।
২. একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র

নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির জ্ঞানের সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। দুটি সত্য উদাহরণ সামনে থাকলে সে প্রবাহচিত্রটি সহজে বোঝা যায়। তবে উদাহরণ দুটিতে সরাসরি যাওয়ার আগে কুরআন সত্য উদাহরণকে কী ধরনের গুরুত্ব দিয়েছে সেটি সকলের জানা দরকার।

কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হলো কুরআন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ কুরআনের মূল বিষয়সমূহ নিজে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ঐ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আল্লাহ আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার করেছেন। আর বাস্তবে আল কুরআনের অধিকাংশ আয়াত হলো উদাহরণের আয়াত। রসুলুল্লাহ (স.)-ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আরবী গ্রামার নয়, বরং সত্য উদাহরণ ব্যবহার

করেছেন। অন্যদিকে সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআন বোঝার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। আয়াতটির বক্তব্য ও ব্যাখ্যা নিম্নরূপ–

إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ۚ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۖ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۘ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ۚ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ .

নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে। যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য (শিক্ষা)। আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান? (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২৬)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'নিশ্চয় আল্লাহ লজ্জাবোধ করেন না মশা বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণ দিতে' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য ক্ষুদ্র প্রাণীর উদাহরণের সাহায্য নিতে কারও বিন্দুমাত্র লজ্জা করা উচিত নয়। অন্যকথায় কুরআন বা ইসলাম জানা, বোঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সকলকে প্রাণিবিজ্ঞানের মাধ্যমে জন্মগতভাবে পাওয়া (বুনিয়াদি/ভিত্তি) জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করতে হবে।

'যারা ঈমান এনেছে তারা জানে যে, নিশ্চয় এটি তাদের রবের কাছ থেকে আসা সত্য' অংশের ব্যাখ্যা– যারা ঈমান এনেছে তারা নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, প্রাণিবিজ্ঞানে আছে কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা, ঈমান আনা, আল্লাহ ও কুরআনের বক্তব্যের প্রতি ঈমান দৃঢ় করা ইত্যাদির জন্য তাদের সৃষ্টি ও লালন-পালনকর্তার কাছ থেকে আসা নির্ভুল বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। কুরআন সম্পর্কে সুরা বাকারার ২ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'এতে (কুরআনে) কোনো সন্দেহ নেই' এবং সুরা বাকারার ১৭৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে 'কুরআন সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী'। আর এ আয়াতাংশে প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে বলা হয়েছে 'আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য (নির্ভুল) শিক্ষা'। এ বক্তব্য থেকে অতি সহজে বোঝা যায়– কুরআন ব্যাখ্যা করা তথা বোঝার জন্য প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণকে মহান আল্লাহ অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন।

‘আর যারা কাফির তারা বলে– এ ধরনের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ কী চান?’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে উল্লিখিত কাজে ব্যবহার করাকে তুচ্ছ মনে করে তারা কাফির ব্যক্তি।

‘(অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে অনেককে পথভ্রষ্ট করেন’ অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন জানা/বোঝা/ব্যাখ্যা করতে প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক শিক্ষাকে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/বিধান অনুযায়ী ব্যবহার না করার কারণে অনেকে পথভ্রষ্ট হয়। অন্যকথায় যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেনি তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে না।

‘আবার অনেককে সঠিক পথে পরিচালিত করেন’ অংশের ব্যাখ্যা– যারা প্রাণিবিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান দিয়ে বুনিয়াদি জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করেছে তারা কুরআন বা ইসলাম সঠিকভাবে জানতে, বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

‘আর (অতাৎক্ষণিকভাবে) তিনি এ দিয়ে গুনাহগার ছাড়া অন্য কাউকে পথভ্রষ্ট করেন না’ অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী প্রাণিবিজ্ঞানের সত্য উদাহরণ ব্যবহার করে কুরআন বুঝতে না পেরে পথভ্রষ্ট হয় শুধু গুনাহগার ব্যক্তিরা। অর্থাৎ সে ব্যক্তিরা যারা প্রাণিবিজ্ঞান না শিখে গুনাহগার হয়েছে।

পুরো আয়াতটিতে (সুরা আল বাকারা/২ : ২৬) কুরআন বোঝা বা ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণের (জ্ঞান) কল্যাণ ও গুরুত্ব যত ব্যাপক ও গভীরভাবে জানানো হয়েছে অন্য কোনো সৃষ্টির উদাহরণের ব্যাপারে তেমনটি হয়নি। এর কারণ হলো– মানুষও একটি প্রাণী। আর কুরআনের সকল আলোচনা মানুষকে কেন্দ্র করে। তাই, অন্য উদাহরণের তুলনায় প্রাণিবিজ্ঞানের উদাহরণ (যার মধ্যে মানব শারীরবিজ্ঞানও অন্তর্ভুক্ত) কুরআন জানা, বোঝা, ব্যাখ্যা করা ও বোঝানের জন্য সবচেয়ে বেশি কার্যকর।

উদাহরণ বিষয়ে পরিপূরক তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত– সুরা বাকারা/২ : ২৬; আল কাহাফ/১৮ : ৫৪; ইব্রাহীম/১৪ : ২৪, ২৫; হুদ/১১ : ১২০; ইউসুফ/১২ : ১০৫; যুমার/৩৯ : ২৭ ইত্যাদি **এবং** সুরা নিসা/৪ : ৮২;

বাকারা/২: ১৭৬; হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৩, ৫৩; দুখান/৪৪ : ৫৮; ক্বামার/৪৪ : ১৭; আশ্ শামস/৯১ : ৭-১০; আলাক/৯৬ : ১-৫ ইত্যাদি।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্রের দুটি সত্য উদাহরণ–

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

তাই, চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

যেকোনো রোগী

↓

চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করা ও প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করা

↓

প্রমাণিত জ্ঞান (পরীক্ষার রিপোর্ট) দিয়ে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা এবং আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যাওয়া হয়

↓

পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই ও অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই প্রাথমিক রোগ নির্ণয়ের পর

উদাহরণ-২

❑ মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়ীতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

যেকোনো লোক

↓

দারোয়ানের পরিচিত (পূর্বে যাচাইকৃত) হলে ছেড়ে দেওয়া এবং অপরিচিত বা সন্দেহজনক হলে প্রাথমিকভাবে আটকানো

↓

মালিককে জিজ্ঞাসা করার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

↓

মালিকের অনুপস্থিতিতে তার মনোনীত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে ঢুকতে দেওয়া বা ফিরিয়ে দেওয়া

কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে পার্থক্য

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) :** মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- **সুন্নাহ (রসুল স.) :** মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনে অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **আকল/Common sense/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow Chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ নম্বর এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নম্বর আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা (রা.)-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ (স.) প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি হলো নিম্নরূপ–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসা বিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি নির্ভুল হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে−

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক

অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই, এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই, এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকধারী ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

আর কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র/রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

... ... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো ... ...

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল/সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– **'অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ... ... عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا

يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল। আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয়ে তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল (স.) বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর আমল করতে। আর যা তাদের Common sense-এর বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

তাই কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।
৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।
৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।
৬. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রিফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

মূল বিষয়

বর্তমান বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত দুটি কথা হলো− Common sense ও General knowledge। কিন্তু বিশ্বের মানুষকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় নিম্নের বহুনির্বাচনী প্রশ্নের কোন উত্তরটি সঠিক?

১. Common sense-এর অর্থ সাধারণ জ্ঞান।
২. General knowledge-এর অর্থ সাধারণ জ্ঞান।
৩. উভয়টি সঠিক।
৪. কোনোটি সঠিক নয়।

কেউ উত্তর দেবেন ১ নং টি, কেউ বলবেন ২ নং টি এবং কেউ বলবেন ৩ নং টি। এ তিনটি উত্তরের কোনোটি যথাযথ নয়। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রায় সকল মানুষ এ দুটি কথার যথাযথ উত্তর জানে না। কী দুঃখের কথা তাই না? কথা দুটির যথাযথ উত্তর : General knowledge অর্থ হলো− অর্জিত সাধারণ জ্ঞান। অর্থাৎ যে সাধারণ জ্ঞান বই-পুস্তক পড়ে, আলোচনা শুনে বা কিছু দেখে শিখতে হয়। আর Common sense অর্থ হলো− জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। অর্থাৎ এ সাধারণ জ্ঞান আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে পৃথিবীর সকল মানুষকে দিয়ে দেন। এর জন্য কোনো বই পড়া, আলোচনা শোনা, স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসায় পড়ার প্রয়োজন পড়ে না। সাধারণ নৈতিকতার, ন্যায়-অন্যায় বা মানবাধিকারের (Human rights) সকল কথা যেমন− সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা পাপ, চুরি করা অন্যায়, মানুষের উপকার করা ভালো, মানুষের ক্ষতি করা খারাপ ইত্যাদি এ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের গ্রামের কৃষক যার অক্ষর জ্ঞান নেই সেও এ কথাগুলো জানে। অর্থাৎ তারও Common sense আছে।

পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে, দেশে-বিদেশে যেখানেই আমি গিয়েছি সেখানকার মুসলিমদের ইসলাম সম্পর্কে ধারণা এবং ইসলাম পালন পদ্ধতি গভীরভাবে অবলোকন করার চেষ্টা করেছি। প্রত্যেক স্থানে লক্ষ করেছি মুসলিমদের মধ্যে এমন অনেক কথা চালু আছে যা Common sense-এর সম্পূর্ণ বিপরীত। আর মুসলিমগণ সে Common sense বিরোধী কথা

অনুযায়ী ব্যাপকভাবে আমলও করছে। কুরআন তথা ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার জন্য মনের মধ্যে খটকা থাকা সত্ত্বেও আমি ঐ বিষয়গুলো আমল করেছি। দেশে ফিরে এসে আল কুরআন ও হাদীস বিস্তারিত পড়া এবং সেখানকার Common sense সম্পর্কিত তথ্যগুলো জানার পর আমার মনে হলো ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় Common sense বিরোধী কোনো বিষয় থাকার কথা নয়। এরপর যে সকল Common sense বিরোধী কথা মুসলিম সমাজে চালু আছে সেগুলোর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহের জন্য কুরআন-হাদীস ব্যাপকভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করি। সে অনুসন্ধানের ফলাফলে অবাক-বিস্ময়ে লক্ষ করি ঐ Common sense বিরোধী কথাগুলোর পক্ষে কুরআন-হাদীসে প্রকৃত কোনো বক্তব্য নেই। বরং তার বিপক্ষে অনেক বক্তব্য আছে। আমি চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি যখন দেখলাম, ঐ কথাগুলোই মুসলিমদের বর্তমান অধঃপতিত অবস্থার জন্য প্রধানত দায়ী।

তাই মনে হলো, মুসলিম জাতিকে জানানো দরকার আল কুরআন ও হাদীসে Common sense সম্পর্কে কী কী তথ্য আছে। ঐ তথ্যগুলো জানতে পারলে তারা সহজে বুঝতে পারবে ইসলামকে জানা ও বোঝার জন্য Common sense ব্যবহারের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?। বইটি Common sense ও কুরআন-হাদীস বিরোধী কথাগুলো মুসলিমদের সমাজ থেকে সমূলে উৎপাটন করতে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। ফলে মুসলিম জাতির কী অপরিসীম কল্যাণ হবে তা সময়ই বলে দেবে।

Common sense-এর সংজ্ঞা

যুক্তি

যুক্তি-১

মানবশরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর বিষয় (রোগ-জীবাণু) প্রতিরোধ করার জন্য রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological System) নামের এক মহাকল্যাণকর ব্যবস্থা (দারোয়ান) সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে দিয়েছেন। এ দারোয়ান কোন বিষয়টি শরীরের জন্য ক্ষতিকর এবং কোনটি ক্ষতিকর নয় তা বুঝতে পারে। এ ব্যবস্থা যে বিষয়টি ক্ষতিকর নয় সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয়। আর যেটি ক্ষতিকর সেটিকে শরীরে প্রবেশ করতে দেয় না বা প্রবেশ করার চেষ্টা করলে তা ধ্বংস করে ফেলে। এটি না থাকলে মানুষকে সারাক্ষণ রোগী হয়ে হাসপাতালের বিছানায় থাকতে হতো। এ দারোয়ানটিকে আল্লাহ তা'য়ালা দিয়েছেন রোগ মুক্ত রেখে মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে।

মানবজীবনকে শান্তিময় করার জন্য জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশে বাধা দেওয়ার জন্য একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান থাকাও খুব দরকার। কারণ, তা না থাকলে মানুষের জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করবে এবং মানুষের জীবন অশান্তিময় হবে।

মহান আল্লাহ মানবজীবনকে শান্তিময় করার লক্ষ্যে শরীরের ভেতরে উপকারী (সঠিক) বিষয় প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ক্ষতিকর (রোগ জীবাণু) বিষয় প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য এক মহাকল্যাণকর দারোয়ান সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। তাই, যুক্তির আলোকে সহজে বলা যায়– জ্ঞানের মধ্যে সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়া এবং ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়ার জন্য জন্মগতভাবে একটি ব্যবস্থা তথা দারোয়ান সকল মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়ার কথা। কারণ, তা না হলে মানবজীবন শান্তিময় হবে না।

জ্ঞানের মধ্যে ভুল তথ্য প্রবেশ করতে না দেওয়া ও সঠিক তথ্য প্রবেশ করতে দেওয়ার জন্য মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া সেই মহাকল্যাণকর দারোয়ান হলো– বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, Common sense, আকল (عَقْلٌ) বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-২

মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের অন্য ধর্মগ্রন্থের জ্ঞান থাকার বিষয়টি পর্যালোচনা করলে সহজে প্রতীয়মান হবে যে– অন্য ধর্মগ্রন্থের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান রাখা মুসলিমের সংখ্যা শতকরা প্রায় শূন্যজন। বাস্তব এ অবস্থার আলোকে অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা শতকরা কতজন ব্যক্তির কুরআন ও সুন্নাহর গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞানার্জন করা উচিত বলে দাবি করা যেতে পারে?

১. ৫০ জন
২. ১০ জন
৩. প্রায় শূন্যজন
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন– প্রায় শূন্যজন।

কোনো মানুষ নিজ ইচ্ছায় মুসলিম বা অমুসলিম ঘরে জন্মায় না। মহান আল্লাহই তাকে সেখানে পাঠান। তাহলে, ইসলাম মানার ভিত্তিতে বিচার করা (শেষ বিচার) ন্যায়বিচার হওয়ার জন্য সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানতে পারার একটি উৎস থাকা–

১. উচিত
২. উচিত না
৩. অবশ্যই উচিত
৪. বলা কঠিন

নিশ্চয় আপনারা সকলে বলবেন– অবশ্যই উচিত।

শেষ বিচার অবশ্যই ন্যায়বিচার হবে। কারণ, ঐ বিচারের বিচারক হবেন স্বয়ং মহান আল্লাহ। তাই, এ যুক্তির ভিত্তিতেও সহজে বলা যায়– জ্ঞানের একটি উৎস জন্মগতভাবে সবাইকে মহান আল্লাহর দেওয়ার কথা। আল্লাহ তা'য়ালা তা দিয়েছেনও। সে উৎসটিই হলো– বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, Common sense, عَقْلٌ, বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

যুক্তি-৩

কুরআন পড়তে গেলে দেখা যায়, কয়েক আয়াত পর পর আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। প্রশ্ন হলো– সর্বজ্ঞানী আল্লাহ মানুষকে জীবন সম্পর্কিত জ্ঞান শেখাচ্ছেন কুরআনের মাধ্যমে। তাহলে মানুষ কীভাবে আল্লাহর করা প্রশ্নের উত্তর দেবে?

প্রশ্নটির উত্তর হলো– মহান আল্লাহর জানা আছে, তিনি মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। তাঁর করা প্রশ্নের উত্তর মানুষ ঐ উৎসের জ্ঞানের ভিত্তিতে দিতে পারবে। মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের সেই উৎসটিই হলো– বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, Common sense, عَقْلٌ, বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا.

আর আমরা রসুল (বার্তাবাহক) না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।

(বনী-ইসরাইল/১৭ : ১৫)

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ .

আর আমরা এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী ছিল না।

(আশ শু'য়ারা/২৬ : ২০৮)

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلُهَا غٰفِلُوْنَ .

এটি এ জন্য যে, তোমার রব কোনো জনপদকে (তার আদেশ) অনবহিত/বে-খবর থাকা অবস্থায় ধ্বংস করার মতো জুলুমের কাজ করেন না।

(আল আন'আম/৬ : ১৩১)

সম্মিলিত শিক্ষা : আলোচ্য ৩টি আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– যে ব্যক্তি ইসলাম কোনোভাবে জানতে পারেনি তাকে ইসলাম পালন না করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালা শাস্তি দেবেন না। অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ও বড়ো হওয়া মানুষের কুরআন ও হাদীস পড়ে বা বাবা, মা, ভাই, বোনের কাছে থেকে ইসলাম সঠিকভাবে জানা সম্ভব হয় না। আবার মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তিদের মধ্যেও জন্মের স্থান বা পরিবারের কারণে ইসলাম জানা-বুঝার সুযোগের মধ্যে অনেক পার্থক্য থাকে। কিন্তু পরকালে বিচার করে সকল মানুষকে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে। সে বিচার করবেন মহান আল্লাহ নিজে। আর সে বিচার হবে সর্বোৎকৃষ্ট ন্যায় বিচার।

তাই, আলোচ্য আয়াত তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়– মুসলিম ও অমুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা সকল মানুষের জন্মগতভাবে ইসলাম জানার একটি ব্যবস্থা অবশ্যই আল্লাহ করেছেন। তা না হলে পরকালে সকল মানুষের বিচার হওয়া এবং সে বিচারের ভিত্তিতে পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হতো না। সে ব্যবস্থা হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি উৎস দেওয়া। যে ব্যক্তি অন্য কোনোভাবে ইসলাম জানতে পারেনি তাকে ঐ উৎসের জ্ঞান ও আমলের ভিত্তিতে বিচার করে পুরস্কার ও শাস্তি দেওয়া হবে। সে উৎসটিই হলো– বিবেক, বোধশক্তি, কাণ্ডজ্ঞান, Common sense, عَقْلٌ, বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-২

اَوْ تَقُوْلُوْٓا اِنَّمَآ اَشْرَكَ اٰبَآؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْۢ بَعْدِهِمْۚ اَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ .

অথবা তোমরা যেন (কিয়ামতের দিন) না বলতে পারো, আমাদের বাপ-দাদারা পূর্বে শিরক করেছে, আমরা তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি (আমাদের পূর্ববর্তী) পথভ্রষ্টরা যা করেছে সে জন্য আপনি আমাদেরকে ধ্বংস করবেন?

(সুরা আ'রাফ/৭ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে রূহের জগতে সকল মানবরূহ হতে আল্লাহকে রব হিসেবে অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি জানানো হয়েছে। আর এর মাধ্যমে সুরাটির ১৭২ নং আয়াতে অঙ্গীকার নেওয়া বিষয় দুটির বাইরে অন্য যে বিষয়ে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের দিন কোনো মানুষের আল্লাহকে প্রশ্ন করার ক্ষমতা থাকবে না। তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানানো অঙ্গীকার নেওয়ার ২নং কারণটি হলো– দুনিয়া থেকে ফিরে এসে কিয়ামতের দিন মানুষ যেন আল্লাহর কাছে এটি বলে আবেদন করতে না পারে যে, 'রুবুবিয়াতের বিষয়সমূহ জানা না থাকায় বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীরা যে সকল শিরক করতো, অন্ধঅনুসরণ (তাকলীদ) করে আমরা তা করেছি। অতএব পথভ্রষ্ট বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের গুনাহের কারণে আমাদেরকে ধ্বংস করবেন না'। এ আবেদন করার সুযোগ থাকলে ঐ সকল শিরকের জন্য মানুষকে শাস্তি দেওয়া ন্যায় বিচার হয় না।

কোনো বিষয়ে একজন মানুষের অন্যের অন্ধঅনুসরণ করা লাগে ঐ বিষয়ে তার কোনো জ্ঞান না থাকলে। তাই বলা যায়, এ আয়াতে রুবুবিয়াতের তৃতীয় একটি বিষয় সম্পর্কে অঙ্গীকার নেওয়া হয়েছিল এভাবে– মহান আল্লাহ

বলেছিলেন বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করলে নানা ধরনের শিরক করে মানুষকে দুনিয়ায় চরম অশান্তি ভোগ করতে হবে। আর পরকালে এসে ধ্বংস তথা চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। তাই, রুবুবিয়াতের বিষয়ে অন্যের অন্ধঅনুসরণের মাধ্যমে শিরক করা হতে বিরত রাখার জন্য একটি জ্ঞানের উৎস (আকল/Common sense/বিবেক) আমি দেবো যা সকলের কাছে সবসময় থাকবে। দুনিয়ার জীবন পরিচালনার সময় ঐ উৎসের রায়কে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের অন্ধঅনুসরণ করে বিভিন্ন ধরনের শিরক না করার অঙ্গীকার সকলের কাছে চাচ্ছি। সকল মানবরূহ এ অঙ্গীকারটিও আল্লাহকে দিয়েছে।

সারমর্ম হিসেবে বলা যায়– রূহের জগতের তৃতীয় অঙ্গীকারটি ছিল, আল্লাহর দেওয়া ও সকলের কাছে সবসময় উপস্থিত থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/ Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া এবং উৎসটির রায়কে গুরুত্ব না দিয়ে বাপ, দাদা, আকাবের ও মনীষীদের নির্ভুল মনে করে অনুসরণ করার (অন্ধঅনুসরণ) শিরক এবং তাদের করা অন্যান্য শিরকী কাজ অন্ধভাবে গ্রহণ ও পালন করে পরকালে এসে ধ্বংস না হওয়ার অঙ্গীকার।

তথ্য-৩

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِيْ بِاَسْمَآءِ هٰٓؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ. قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَآ اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ؕ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ . قَالَ يٰٓاٰدَمُ اَنْۢبِئْهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۚ فَلَمَّآ اَنْۢبَاَهُمْ بِاَسْمَآئِهِمْ ۙ قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۙ وَاَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ.

অতঃপর তিনি আদমকে সকল ইসম শেখালেন, তারপর সেগুলো ফেরেশতাদের কাছে উপস্থাপন করলেন, অতঃপর বললেন– তোমরা আমাকে ঐ সকল ইসম সম্পর্কে বলো যদি তোমরা স্থিরচিত্ত (Constant/ স্বাধীনতাহীন সত্তা) হয়ে থাকো। তারা বললো, পূত-পবিত্র (নির্ভুল) আপনার মহান সত্তা! আপনি আমাদের যা শিখিয়েছেন তা ছাড়া আমাদের আর কোনো জ্ঞান নেই। নিশ্চয় আপনি মহাজ্ঞানী ও মহাপ্রজ্ঞাময়। তিনি বললেন, হে আদম! তুমি তাদেরকে ইসমগুলো বলে দাও। যখন সে (আদম) তাদেরকে ইসমগুলো বলে দিলো তখন তিনি বললেন– আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীর

অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে আমি অধিক জানি এবং যা কিছু তোমরা প্রকাশ করো ও গোপন করো তাও আমি (তোমাদের চেয়ে) অধিক জানি।

(আল বাকারা/২ : ৩১, ৩২, ৩৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত তিনটি থেকে জানা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.) তথা মানবজাতিকে রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে 'সকল ইসম' শেখান। অতঃপর ফেরেশতাদের ক্লাসে গিয়ে সেগুলো তাদের জিজ্ঞাসা করেন। ফেরেশতাগণ সেগুলো বলতে অপারগ হন। কারণ, সেগুলো তাঁদেরকে শেখানো হয়নি। এরপর আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ.)-কে সেগুলো বলতে বলেন। আদম (আ.) সে ইসমগুলো বলে দেন।

প্রশ্ন হলো, আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে 'সকল ইসম' শেখানোর মাধ্যমে কী শিখিয়েছেন? যদি ধরা হয় সকল কিছুর 'নাম' শিখিয়েছেন, তাহলে প্রশ্ন আসে– শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে, মানবজাতিকে বেগুন, কচু, আলু, টমেটো, গরু, গাধা, ছাগল, ভেড়া, রহিম, করিম ইত্যাদি নাম শেখানো আল্লাহর মর্যাদার সাথে মানায় কি না এবং তাতে মানুষের লাভ কী?

প্রকৃত বিষয়

মানবজীবনের সকল কাজ চারভাগে বিভক্ত–

জীবনের সকল কাজ

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায়, মানবাধিকার বা খিদমতে খালকমূলক কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সব বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

মানবজীবনের ন্যায়-অন্যায়, মানবাধিকার (Human rights) বা খিদমতে খালক বিভাগের বিষয়গুলো গুণবাচক বিষয়।

আরবি ভাষায় 'ইসম' চার শ্রেণিতে বিভক্ত–

১. বিশেষ্য/Noun (নামবাচক ইসম)
২. বিশেষণ/Adjective (গুণবাচক ইসম)
৩. সর্বনাম/Pronoun
৪. ক্রিয়া বিশেষণ/Adverb

তাই, আয়াতটির প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– মহান আল্লাহ শাহী দরবারে ক্লাস নিয়ে সকল মানবরূহকে মানবজীবনের গুণবাচক ইসম তথা মানবাধিকার (Human rights), সাধারণ নৈতিকতা, ন্যায়-নীতি বা বান্দার হক ধরনের সকল বিষয় শেখান। অর্থাৎ সত্য বলা উচিত, মিথ্যা বলা নিষেধ, মানুষের উপকার করা ভালো, ক্ষতি করা নিষেধ, ঘুষ খাওয়া নিষেধ, অন্যায় হত্যা নিষেধ, চুরি ও ডাকাতি করা নিষেধ, মানুষের সম্পদ ফাঁকি দেওয়া নিষেধ, অভাবীদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা ও বাসস্থানের জন্য সাহায্য করা উচিত, অহেতুক গালাগালি করা নিষেধ ইত্যাদি বিষয়গুলো শেখান।

আর তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল্লাহ তা'য়ালা রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মানুষকে বেশ কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়েছেন তথা জ্ঞানের একটি উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো– আকল, Common sense, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৪

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ.

(কুরআনের মাধ্যমে) শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে এমন বিষয় যা সে পূর্বে (জন্মগতভাবে) জানে না বা জানতো না।

(আল আলাক/৯৬ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হলো কুরআনের প্রথম নাযিল হওয়া পাঁচটি আয়াতের শেষটি। আয়াতটিতে বলা হয়েছে– কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে এমন জ্ঞান শেখানো হয়েছে যা মানুষ আগে জানে না বা জানানো হয়নি। সুন্নাহ হলো আল্লাহর নিয়োগকৃত ব্যক্তির করা কুরআনের ব্যাখ্যা। তাই, আয়াতটির আলোকে বলা যায়– আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক কুরআন ও সুন্নাহ ভিন্ন অন্য একটি জ্ঞানের উৎস মানুষকে পূর্বে তথা জন্মগতভাবে দেওয়া আছে। কুরআন ও সুন্নায় এমন কিছু জ্ঞান সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা মানুষকে ঐ উৎসটির

মাধ্যমে দেওয়া বা জানানো হয়নি। তবে কুরআন ও সুন্নায় ঐ উৎসের জ্ঞানগুলোও কোনো না কোনোভাবে আছে।

জ্ঞানের ঐ উৎসটি কী তা এ আয়াত থেকে সরাসরি জানা যায় না। তবে ৩নং তথ্যের আয়াতটি থেকে আমরা জেনেছি– রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে আল্লাহ মানুষকে কিছু জ্ঞান শিখিয়েছেন। তাই ধারণা করা যায়, ঐ জ্ঞান বা জ্ঞানের উৎসটিই জন্মগতভাবে মানুষকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ৪নং তথ্যের আয়াতটির মাধ্যমে এ কথাটি মহান আল্লাহ সরাসরি জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্য-৫

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ۖ . فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا . ۖ

কসম মনের এবং তাঁর যিনি তাকে (মন) সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাকে (মনকে) ‘ইলহাম’ করেছেন তার অন্যায় ও ন্যায় (পার্থক্য করার শক্তি)।

(আশ্-শামস/৯১ : ৭ ও ৮)

ব্যাখ্যা : ৮নং আয়াতটি হতে জানা যায়– মহান আল্লাহ জন্মগতভাবে ‘ইলহাম’ তথা অতিপ্রাকৃতিক এক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রত্যেক মানুষের মনে সঠিক ও ভুল পার্থক্য করার একটি শক্তি দিয়েছেন। এ বক্তব্যকে ৩নং তথ্যের আয়াতের বক্তব্যের সাথে মেলালে বলা যায়– রূহের জগতে ক্লাস নিয়ে মহান আল্লাহ মানুষকে যে জ্ঞান শিখিয়েছেন তা ‘ইলহাম’ নামক এক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের মনে জন্মগতভাবে দিয়ে দিয়েছেন। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ জ্ঞান তথা জ্ঞানের শক্তি/উৎসটিই হলো Common sense, আকল বা বিবেক।

মানব বেইনের অবস্থান

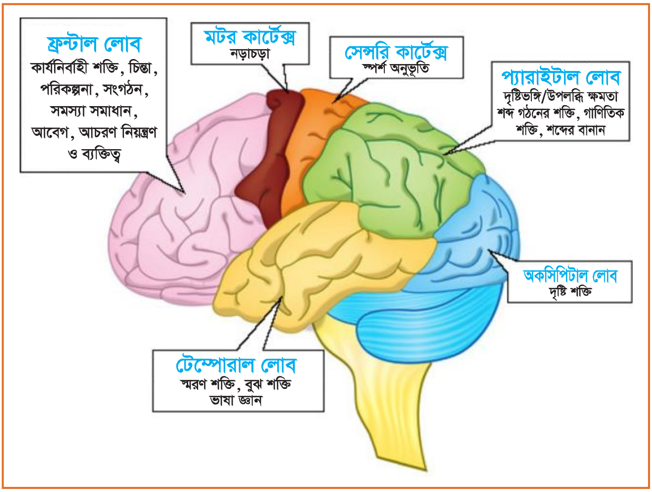

মানব ব্রেইনের বিভিন্ন অংশের সম্পর্ক ও কাজ

তথ্য-৬

فَاَقِمۡ وَجۡهَكَ لِلدِّيۡنِ حَنِيۡفًا ؕ فِطۡرَتَ اللّٰهِ الَّتِىۡ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيۡهَا ؕ ... ...

অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। (ইসলামী জীবনব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত, যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ... ... ।

(সুরা রুম/৩০ : ৩০)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

আরবী অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের অনেক অর্থের মধ্যে কয়েকটি হলো– প্রকৃতি (Nature), স্বভাব, সহজাত, স্বজ্ঞা (নিজস্ব জ্ঞান বা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান), নৈসর্গিক বুদ্ধি-জ্ঞান। ফিতরাত শব্দের অর্থ স্বজ্ঞা তথা নিজস্ব জ্ঞান বা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান ধরলে আয়াতাংশের বিভিন্ন অংশের বক্তব্য যেটি দাঁড়ায়–

'অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখো' অংশের ব্যাখ্যা– অংশটিতে মহান আল্লাহ রসূল (স.)-কে উদ্দেশ্য করে সকল মানুষকে একনিষ্ঠভাবে ইসলামী জীবনব্যবস্থার ওপর নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে বলেছেন।

'(ইসলামী জীবনব্যবস্থা) আল্লাহর ফিতরাত' অংশের ব্যাখ্যা– ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল। অর্থাৎ ইসলামী জীবনব্যবস্থা আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে প্রণয়ন করা।

'যার ওপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যশীল জ্ঞান দিয়ে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আয়াতাংশের শিক্ষা : বীজগণিতের নিয়ম হলো– A = B এবং B = C হলে A = C হবে। আয়াতাংশ অনুযায়ী ইসলামী জীবনব্যবস্থা = আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান। আবার আল্লাহর নিজস্ব জ্ঞান = মানুষের নিজস্ব তথা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান। তাই, বীজগণিতের নিয়ম অনুসারে আলোচ্য আয়াতাংশের ভিত্তিতে বলা যায়– ইসলামী জীবনব্যবস্থা = মানুষের নিজস্ব তথা জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান। এ তথ্যের ব্যাখ্যা হলো– ইসলাম জানা, বোঝা ও অনুসরণ করার জন্য যে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তথা প্রকৃতি (Nature) দরকার মানুষকে সে ধরনের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন তথা প্রকৃতি দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া ঐ বুদ্ধিবৃত্তিকে বলা হয় আকল, বিবেক, বোধশক্তি, Common sense বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

তথ্য-৭

وَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلنَّفۡسِ ٱللَّوَّامَةِ.

আর না, আমি কসম করছি তিরস্কারকারী মনের।

(কিয়ামাহ/৭৫ : ২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি শক্তি আছে, যে অন্যায় কাজ করলে ভেতরে ভেতরে মানুষকে তিরস্কার করে। অন্যায় কাজ করার জন্য তিরস্কার করতে হলে প্রথমে বুঝতে হবে কোনটি অন্যায় ও কোনটি ন্যায়। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– মানুষের মনে একটি শক্তি আছে যে অন্যায় ও ন্যায় বুঝতে পারে। মনের ঐ শক্তিকেই বলে বোধশক্তি, Common sense, عَقْلٌ, বিবেক বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত আয়াতসহ আরও অনেক আয়াতের মাধ্যমে নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে– আল্লাহ তা'য়ালা মানুষের জন্মগতভাবে জ্ঞানের একটি অপ্রমাণিত বা সাধারণ উৎস দিয়েছেন। জ্ঞানের ঐ উৎসটিই হলো– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

আল হাদীস

হাদীস-১.১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ...حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ الْوَلِيدِ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১.২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... حدثنا عبد الله ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ؟

আবূ হুরায়রা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি 'আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ হুরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় রসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন, প্রতিটি শিশুই ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইয়াহুদী অথবা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৭১৮১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

সম্মিলিত ব্যাখ্যা : আরবি অভিধান অনুযায়ী ফিতরাত শব্দের বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রধান তিনটি হলো–

১. স্বজ্ঞা (নিজস্ব জ্ঞান/জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞান)

২. নৈসর্গিক জ্ঞান (আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান)

৩. প্রকৃতি (সৃষ্টিগতভাবে পাওয়া বিষয়সমূহ)।

তাই ফিতরাত শব্দের আভিধানিক অর্থের ভিত্তিতে হাদীস ২টি হতে জানা যায়– প্রত্যেক মানবশিশু আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি উৎস নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এরপর তার মা-বাবা তথা শিক্ষা ও পরিবেশ তাকে বিপরীত জ্ঞান শিখিয়ে অন্য ধর্মে নিয়ে যায়। মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত ও জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের ঐ উৎসটি হলো আকল/Common sense/বিবেক।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، ... ...

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ... ...

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা–

'মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ' অংশের ব্যাখ্যা– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণের বৈশিষ্ট্য হলো–

১. খনি থেকে তোলার পর থেকেই রৌপ্যের মূল্য কম ও স্বর্ণের মূল্য বেশি থাকে।

২. খাদ পরিষ্কার করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে কিন্তু রৌপ্যের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের মূল্য অধিক বাড়ে।

৩. অলংকার তৈরি করলে উভয়টির মূল্য বাড়ে। তবে রৌপ্যের অলংকারের মূল্যের তুলনায় স্বর্ণের অলংকারের মূল্য অধিক বাড়ে।

মানুষের খনি হলো মায়ের পেট (পেটে থাকা জরায়ু)।

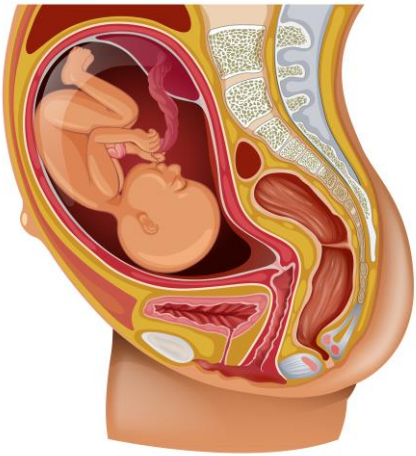

তাই, হাদিসটির এ অংশের মাধ্যমে মানুষ সম্পর্কে যে কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তা হলো−

১. মানুষ মর্যাদার পার্থক্য নিয়েই মায়ের পেট হতে ভূমিষ্ঠ হয়।
২. এ পার্থক্য চেহারা, গায়ের রং, ভাষা, দেশ ইত্যাদি দিয়ে নির্ধারিত হয় না। এটি নির্ধারিত হয় মানুষের জ্ঞানের শক্তি আকল/ Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে।
৩. যে অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম হতেই বেশি মর্যাদাশীল।
৪. যে কম শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সে জন্ম হতেই কম মর্যাদাশীল।
৫. যেকোনো সত্য জ্ঞান যুক্ত হলে আকল/Common sense/বিবেক জন্মগত (বুনিয়াদি/ভিত্তি) মান হতে উৎকর্ষিত হয়। তবে যে অধিক শক্তিশালী বুনিয়াদি উৎস নিয়ে জন্মায় তারটি বেশি উৎকর্ষিত হয়।
৬. যেকোনো মিথ্যা জ্ঞান উৎসটির মান জন্মগত (বুনিয়াদি/ভিত্তি) অবস্থা হতে অবদমিত করে।

‘জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে’ অংশের ব্যাখ্যা− এ অংশটিকে হাদিসটির প্রথমাংশের বক্তব্যের ব্যাখ্যাকারী বক্তব্য বলা যায়। এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে−

১. জাহেলী সমাজের অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/ বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করা ব্যক্তি যদি সে সমাজে থাকা সঠিক জ্ঞানের মাধ্যমে তার জ্ঞানের শক্তিটিকে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে, তবে সে তার সমাজের অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/ মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।
২. ঐ ব্যক্তি যদি ইসলাম গ্রহণ করে এবং কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানের মাধ্যমে তার আকল/Common sense/বিবেককে উৎকর্ষিত করে এবং তা অনুসরণ করে চলে তবে সে ইসলামী সমাজেও অধিক উত্তম/মর্যাদাশীল/মানবতাবাদী ব্যক্তি বলে বিবেচিত হবে।

তাই, এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/ বিবেক মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া একটি জ্ঞানের উৎস তথা বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ. قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে

জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ব্যক্তি ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩১৯৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ সচেতনতা অর্জিত হয় আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে। আবার ১.১, ১.২ ও ২ নং হাদীস অনুযায়ী আকল/Common sense/বিবেকের জ্ঞান হলো জন্মগতভাবে লাভ করা জ্ঞান। অর্থাৎ মহান আল্লাহ হতে মানুষের সর্বপ্রথম পাওয়া জ্ঞান বা ভিত্তি/বুনিয়াদি জ্ঞান। এটি সকল মানুষের মধ্যে সবসময় থাকে।

'জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে' অংশের ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির অনুরূপ। তাই, এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/ বিবেক মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের একটি উৎস। অর্থাৎ এটি জ্ঞানের বুনিয়াদি/ভিত্তি উৎস।

হাদীস-৪

رُوِيَ فِيْ مسند أحمد حدثنا عبد الله ... ... عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ أُسَيْدٍ ...
... ... اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ
تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَ كُمْ بِه . وَ
اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبِكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ
وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবু আ'মের থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন, যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটা তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক

সম্মত হয়) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মনে থাকা Common sense) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মনের নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা Common sense) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শোনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মনে থাকা Common sense) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে, তা তোমাদের মন হতে দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা Common sense) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৬০০৩।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায় মানুষের মনে একটি ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তি আছে, যেটি হাদীস শুনলে কোনটি সঠিক ও কোনটি ভুল তা বুঝতে পারে। মানুষের মনের এই ইঙ্গিত ও সুখবর দানকারী শক্তিই হলো– আকল/Common sense/বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ مَيْمُونٍ ...

... ... عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ فَقَالَ : الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ .

ইমাম মুসলিম (রহ.) নাওয়াস বিন সিম'আন আল-আনসারী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন হাতেম বিন মাইমুন থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– নাওয়াস বিন সিম'আন আল-আনসারী (রা.) বলেন, আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তখন রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– নেকী হলো উত্তম চরিত্র। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার

সদরে (ব্রেইনের সম্মুখ অংশে অবস্থিত মনে) সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে এবং মানুষ সে সম্পর্কে জানুক তা তুমি অপছন্দ করো।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৬৮০।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : পাপ তথা ভুল কাজ করার পর মনে সন্দেহ, সংশয় বা অস্বস্তি সৃষ্টি হতে হলে মনকে আগে বুঝতে হবে কোনটি পাপ তথা ভুল। তাই, হাদীসটির শেষের বক্তব্য থেকে জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে, যা পাপ তথা ভুল বুঝতে পারে। মানবমনে থাকা এই জ্ঞানের শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/ বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৬

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... حدثنا عبد الله ... ... سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ. قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالْإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ... ...

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসুল (স.)! আমার জন্য কী হালাল আর কী হারাম তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসূল (স.) একটু নড়ে-চড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন তথা মনে থাকা আকল (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। ... ...

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকেও জানা যায়– মানুষের মনে একটি জ্ঞানের শক্তি আছে যা ন্যায় ও অন্যায় বুঝতে পারে। আর ঐ শক্তি সম্মতি না দিলে কারো

ফতোয়া যাচাই না করে মানা নিষেধ। মানবমনে থাকা সেই শক্তি হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/ বিবেক/আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ... ... ... حدثنا عبد الله ... ... عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসূল (স.)-কে করতাম। তখন রসুলুল্লাহ (স.)-এর আশেপাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। ... ... তখন রসুলুল্লাহ (স.) দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!" এরপর রসুল (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি কি নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার মাথার সম্মুখভাগে (সদর/কপাল)

মারলেন এবং বললেন– তোমার ক্বলব (মন) ও নফসের (মন) কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন তথা মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে (মন তথা মনে থাকা Common sense) সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সদরে (সম্মুখ ব্রেইনের মনে থাকা Common sense) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯
- ♦ হাদীসটির সনদ শায়খ নাসিরুদ্দীন আল আলবানী (রহ.)-এর মতে হাসান
- ♦ হাদীসটির মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা ৬নং হাদীসটির অনুরূপ।

হাদীস-৮

أخرج الحاكم رحمه الله... ...... حدثنا علي بن حمشاد العدل ... ...

...عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : كرم المؤمن دينه و مروءته

عقله و حسبه خلقه .

ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন। যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানোর শক্তি হলো তার আকল/Common sense/বিবেক। আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ীও Common sense হলো ইসলামকে বোঝার জন্য জ্ঞানের একটি শক্তি/উৎস।

হাদীস-৯

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حدثنا محمد بن سلام ... ... عَنْ

أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ قَالَ لاَ ، إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ ، أَوْ فَهْمٌ

أُعْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ . قَالَ قُلْتُ فَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ الْعَقْلُ ، وَفَكَاكُ الأَسِيرِ ، وَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ জুহাইফাহ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন সালাম থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ জুহাইফা (রা.) বলেন, আমি আলী (রা.)-কে বললাম, আপনাদের কাছে কি কিছু লিপিবদ্ধ আছে? তিনি বললেন– না, শুধুমাত্র আল্লাহর কিতাব এবং একজন মুসলিমকে যে বুঝের শক্তি দেওয়া হয়েছে সেটি। এছাড়া কিছু এ পৃষ্ঠাটিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে। তিনি (আবূ জুহাইফা রা.) বলেন– আমি বললাম, এ পৃষ্ঠাটিতে কী আছে? তিনি বললেন– আকল, বন্দিমুক্তি এবং মুসলিমকে কাফির দিয়ে হত্যা না করা বিষয়ক (কিছু হাদীস)।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১১১।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায় সাহাবী-যুগে তিনটি বিষয় লিপিবদ্ধ আকারে ছিল– আল্লাহর কিতাব, মুসলিমকে আল্লাহর দেওয়া বুঝের শক্তি। অর্থাৎ আকল/Common sense/বিবেক সম্পর্কিত কিছু তথ্য এবং কিছু হাদীস।

তাই, হাদীসটি অনুযায়ী মানুষকে তিনটি জ্ঞানের উৎস দেওয়া হয়েছে– কুরআন, সুন্নাহ (হাদীস) ও আকল/Common sense/বিবেক।

মনীষীগণের বক্তব্য

মনীষী-১

وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.

আকল, মানুষের এরূপ একটি শক্তি (স্বজ্ঞা/বিবেক/অন্তর্দৃষ্টি/Instinct/Drive/Common sense) যা দিয়ে মানুষ জ্ঞান ও অনুভবের যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে ব্যবহার করা غريزة শব্দটির এটিই অর্থ। (এটি) এরূপ এক স্বভাবজাত শক্তি, জ্ঞানার্জনের উপকরণগুলো সুস্থ থাকলে যা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।

{আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাজানী, *শারহু আকাইদ আন-নাসাফী*, (মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আঝহার, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২০।}

মনীষী-২
জ্ঞানার্জনের মূলনীতি তিনটি। ওহী, অনুভূতি ও আকল।
(ইমাম গাযালী রহ., *আল-ইসলাম ওয়াত ত্বায়াকাত আল-মুআত্তালাত*, মিশরঃ দারু নাহদাহ, খ. ১. পৃ. ৭৫)

মনীষী-৩
ইলম অর্জনের উৎস তিনটি। আল-কুরআনুল কারীম, রসুলুল্লাহ (স.)-এর সুন্নাহ ও বিশুদ্ধ আকল ও অনুভূতি-চেতনা।
(আলী ইবন নায়িফ আশ-শুহুদ, *মাওসূআতুল বুহুস ওয়াল মাকালাত আল-ইলমিয়্যাহ*, ভুক্তি– মাসাদিরুল ইলম ফীল ইসলাম, পৃ. ১)

মনীষী-৪
ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন– জ্ঞানার্জনের উৎস তিনটি। কুরআন, সুন্নাহ, বিবেক।

(মাজাল্লাতুল বায়ান, খ. ৬৫, পৃ. ৩০)

সম্মিলিত শিক্ষা : উল্লিখিত কুরআন, হাদীস, যুক্তি ও মনীষীদের বক্তব্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়–

১. আকল/Common sense/বিবেক জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস।
২. উত্তরাধিকারসূত্রে (Heridditerily) কারো আকল/Common sense/বিবেক অধিক এবং কারো কম শক্তিশালী।

Common sense প্রমাণিত না অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান

যুক্তি

বাস্তবে দেখা যায়– কিছু মানুষের আকল/Common sense/বিবেকের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয়। আবার কারও কারও Common sense-এর রায় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়। বাস্তবে এটাও দেখা যায় যে– মানুষের Common sense-এর এই পরিবর্তন হয় শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে। তাই যুক্তির আলোকে Common sense প্রমাণিত জ্ঞান নয়। এটি অপ্রমাণিত (সাধারণ) জ্ঞান।

আল কুরআন

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰىهَا . وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰىهَا.

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (আকল) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ্-শামস/৯১ : ৯, ১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি হতে জানা যায়– Common sense উৎকর্ষিত ও অবদমিত উভয়টি হতে পারে। তাই Common sense হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান। তবে, একই উৎস থেকে আসার কারণে ভুল হওয়ার তুলনায় সঠিক হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٍ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি হাজিব ইবনুল ওয়ালিদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, নিশ্চয় রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– এমন কোনো শিশু নেই যে ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে না। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী রূপে গড়ে তোলে। যেমন– চতুষ্পদ পশু নিখুঁত বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো কানকাটা দেখতে পাও? (বরং মানুষেরাই তার নাক কান কেটে দিয়ে বা ছিদ্র করে তাকে বিকৃত করে থাকে)।

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৬৯২৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ফিতরাতের একটি আভিধানিক অর্থ Instinct/স্বজ্ঞা/নিজস্ব জ্ঞান/ নৈসর্গিক জ্ঞান/আকল/বিবেক তথা আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। হাদীসটি থেকে তাই জানা যায়– সকল মানবশিশু সঠিক আকল/Common sense/বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। তারপর তার মা-বাবা তথা পরিবেশ ও শিক্ষা তাকে ইহুদী বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারী বানিয়ে দেয়। তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা হলো– Common sense পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দিয়ে পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর তাই Common sense অপ্রমাণিত বা সাধারণ জ্ঞান। প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، ... ...

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ... ...

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৪০ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। আবার সত্য জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি উৎকর্ষিত ও মিথ্যা জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি অবদমিত হয়। তাই এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/বিবেক অপ্রমাণিত জ্ঞান।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلاَمِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো– মানুষের মাঝে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তাহলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৩১৯৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৪২-৪৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যার আলোকে বলা যায়– জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে

কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। আবার সত্য জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি উৎকর্ষিত ও মিথ্যা জ্ঞান যোগ হলে উৎসটি অবদমিত হয়। তাই এ হাদীসটিরও একটি শিক্ষা হলো– আকল/Common sense/ বিবেক অপ্রমাণিত জ্ঞান; প্রমাণিত জ্ঞান নয়।

Common sense-এর সংজ্ঞার বিষয়ে ইসলামের চূড়ান্ত রায়

কুরআন, হাদীস ও বাস্তব উদাহরণের উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, আকল/Common sense/বিবেক হলো– জন্মগতভাবে সকল মানুষকে আল্লাহর দেওয়া সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য Common sense ব্যবহারের মূলনীতি (উসূল/Principle)

ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি যে, আকল/Common sense/ বিবেক হলো পৃথিবীর সকল মানুষকে আল্লাহর দেওয়া একটি জ্ঞানের উৎস। উৎসটি আল্লাহ সকল মানুষকে জন্মগতভাবে দিয়েছেন। আমরা এটিও জেনেছি যে, আল্লাহ তা'য়ালা জ্ঞানের উৎস হিসেবে Common sense-কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। উৎসটি ব্যবহার করে সঠিক জ্ঞানার্জনের মূলনীতি (উসূল/Principle) হলো দুটি−

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য Common sense ব্যবহারের ১নং মূলনীতির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

ইতোমধ্যে যুক্তি, কুরআন ও হাদীসের তথ্যের ভিত্তিতে আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি আকল/Common sense/বিবেক আল্লাহ প্রদত্ত একটি অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞানের উৎস। তাই, সহজে বলা যায়− নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য Common sense-কে ব্যবহারের ১নং মূলনীতিটি সঠিক।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য Common sense ব্যবহারের ২নং মূলনীতির সঠিকত্ব পর্যালোচনা

যুক্তি

একজন লোককে বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া বা না দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রথমে নেয় দারোয়ান। মালিক নয়। পূর্বপরিচিত হলে দারোয়ান ঢুকতে দেয়। অন্যথ্যায় ব্যক্তিকে অপেক্ষায় রেখে মালিক (মালিকের অনুপস্থিতে তার নিয়োগকৃত ব্যক্তির কাছে) জিজ্ঞাসা করে দারোয়ান লোকটি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়। তারপর লোকটিকে ঢুকতে দেয় বা ফিরিয়ে দেয়। তাই, কুরআন ও হাদীস থেকে যদি

জানা যায়– নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য কুরআন ও হাদীসের আগে Common sense-কে ব্যবহার করতে হবে তবে Common sense হবে ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

আল কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡۤا اَطِيۡعُوا اللّٰهَ وَاَطِيۡعُوا الرَّسُوۡلَ وَاُولِى الۡاَمۡرِ مِنۡكُمۡ ۚ فَاِنۡ تَنَازَعۡتُمۡ فِىۡ شَىۡءٍ فَرُدُّوۡهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوۡلِ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ وَالۡيَوۡمِ الۡاٰخِرِ ؕ ذٰلِكَ خَيۡرٌ وَّاَحۡسَنُ تَاۡوِيۡلًا .

হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল। অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে। যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস করে থাকো। এটাই সর্বোত্তম ও পরিণামে সর্বোৎকৃষ্ট।

(সুরা নিসা/৪ : ৫৯)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'হে যারা ঈমান এনেছো! তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসুলের এবং তাদের যারা তোমাদের মধ্যে দায়িত্বশীল' অংশের ব্যাখ্যা–
ইসলামে দায়িত্বশীল ব্যক্তি বলতে দুই ধরনের ব্যক্তিকে বোঝায়–

১. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ।
   যেমন– প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী।
২. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ।
   যেমন– ইমামগণ, ইসলামী মনীষীবৃন্দ, আলেম সমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইত্যাদি।

তাই আয়াতটির আলোচ্য অংশে সকল মু'মিনকে আল্লাহ তা'য়ালা, রসুল (স.) এবং ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গকে অনুসরণ করতে বলেছেন। অর্থাৎ এ সকল মাধ্যম থেকে আসা বক্তব্যকে সত্য বলে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে বলেছেন।

'অতঃপর কোনো বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে' অংশের ব্যাখ্যা–
আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুলুল্লাহ (স.) তথা কুরআন ও সুন্নার সাথে মতপার্থক্য করার প্রশ্ন আসে না। মতপার্থক্য হতে পারে ইসলামী সমাজের দায়িত্বশীল

ব্যক্তিগণের সাথে। অর্থাৎ দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সাথে মতপার্থক্য করা ইসলামসিদ্ধ।

'তা ফিরিয়ে দাও আল্লাহ (কুরআন) ও রসুলের (সুন্নাহর) দিকে' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের সাথে মতপার্থক্য হলে তা সমাধানের পদ্ধতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পদ্ধতিটির বিভিন্ন দিক হলো–

১. দায়িত্বশীল ব্যক্তিগণের বক্তব্যের সাথে কুরআন ও সুন্নার জ্ঞানের মাধ্যমে মতপার্থক্য করা সকল মু'মিনের পক্ষে সবসময় সম্ভব হয় না। কারণ, সকল মু'মিনের কুরআন ও সুন্নার সকল তথ্য সবসময় জানা বা মনে থাকে না। কিন্তু আকল/Common sense/বিবেক সকল মু'মিনের কাছে সবসময় থাকে। তাই কোনো ব্যক্তির বক্তব্য শোনার সাথে সাথে শুধু এ উৎসটির ভিত্তিতে মতপার্থক্য করা সকলের পক্ষে সম্ভব। তাই বলা যায়– মতপার্থক্য প্রথমে করতে হবে Common sense দিয়ে।
২. মতপার্থক্য সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নার দিকে ফিরে যেতে বলা হয়েছে। মতপার্থক্য কুরআন বা সুন্নার মাধ্যমে থাকলে তা নিরসনের জন্য আবার কুরআন ও সুন্নার দিকে ফিরে যেতে বলা যৌক্তিক হয় না। কিন্তু মতপার্থক্য Common sense-এর মাধ্যমে হলে তা সমাধান করার জন্য কুরআন ও সুন্নাহর দিকে ফিরে যেতে বলা যুক্তিসংগত। কারণ. Common sense-হলো অপ্রমাণিত/সাধারণ জ্ঞান।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়–

- মতপার্থক্য সমাধান, সিদ্ধান্ত নেওয়া, নির্ভুল জ্ঞানার্জন ইত্যাদি বিষয়ে প্রথমে আকল/Common sense/বিবেকের জ্ঞান ব্যবহার করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
- তারপর Common sense-এর রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যাচাই করে সেটিকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।
- সম্ভব না হলে Common sense-এর রায়কে সুন্নার তথ্য দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায় নির্ভুল জ্ঞানার্জনে আকল/Common sense/বিবেককে সর্বপ্রথম ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ Common sense-কে দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে।

তথ্য-২

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا ۖ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ . وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا ۖ سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ . يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ .

যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না এবং তোমরা তাকে তুচ্ছ গণ্য করছিলে যদিও আল্লাহর কাছে তা ছিল গুরুতর বিষয়। অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না– এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য, এটা এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন তোমরা যদি মু'মিন হও তবে কখনও অনুরূপ (আচরণের) পুনরাবৃত্তি করবে না।

(সুরা নূর/২৪ : ১৫, ১৬, ১৭)

আয়াতটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা : আয়াতটির শানে নুযুল হলো আয়িশা (রা.) ওপর অপবাদ দেওয়ার ঘটনা (ইফখ)।

'যখন তোমরা জিহ্বার মাধ্যমে (মুখে মুখে) তা (আয়েশার ঘটনা) ছড়াচ্ছিলে এবং এমন বিষয় মুখে বলছিলে যার (প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের কাছে ছিল না' অংশের ব্যাখ্যা– এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, একটি কথা শোনার পর প্রমাণিত জ্ঞানের ভিত্তিতে যাচাই করে সেটির সত্যতার বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে প্রচার করা বা ব্যবস্থা নেওয়া উচিত নয়।

'অথচ যখন তোমরা তা শুনলে তখন কেন বললে না, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। পবিত্রতা শুধু আপনার জন্য, এটা এক গুরুতর অপবাদ' অংশের ব্যাখ্যা– একটি কথা শোনার সাথে সাথে সকলের জন্য তার সত্যতার বিষয়ে ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো প্রত্যেকের কাছে সবসময় থাকা আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করা।

আয়িশা (রা.)-এর ওপর অপবাদের প্রচারণাটি Common sense বিরোধী ছিল। কারণ–

১. প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক অনৈতিক কাজ করে (নাউজুবিল্লাহ) দিনের বেলায় উভয়ে একসাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি চরম Common sense বিরোধী কথা।
২. রসুল (স.)-এর স্ত্রী (উম্মুল মু'মিনিন) এবং একজন বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সুযোগ পেয়ে একটি চরম অনৈতিক কাজ করেছেন এটাও প্রকৃত মুসলিমদের মেনে নেওয়া Common sense বিরোধী।

অন্যদিকে একটি ঘটনার আলোকে কারও প্রতি দোষারোপ করা দুইভাবে সম্ভব হতে পারে–

১. ইচ্ছাকৃতভাবে।
২. বুঝতে ভুল হওয়ার কারণে।

মহান আল্লাহ দোষারোপ করার উভয় প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। কিন্তু মানুষের মাধ্যমে এ উভয় প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

তাই এ আয়াত থেকে শিক্ষা হলো–

১. মানুষের মাধ্যমে অনিচ্ছাকৃত বা ইচ্ছাকৃত মিথ্যা প্রচার হওয়া সম্ভব। এ জন্য মানুষের কাছ থেকে একটি কথা শোনার সাথে সাথে নিজ Common sense-এর ভিত্তিতে পর্যালোচনা করে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এবং প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হবে।
২. প্রমাণিত জ্ঞান দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। রটনাটির ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা ছিল প্রচার বন্ধ রাখা।

আর তাই, আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– নির্ভুল জ্ঞানার্জনে আকল/ Common sense/বিবেককে সর্বপ্রথম ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ Common sense-কে দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে।

তথ্য-৩

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ... ...

তারা কি দেশ ভ্রমণ করেনি? তা হলে তারা এমন মনের অধিকারী হতে পারতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন পড়ে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন শুনে বোঝার মতো শ্রুতিশক্তি সম্পন্ন হতো)। ... ...

(সুরা হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন আকল/Common sense/বিবেকের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

... ... فَاِنَّهَا لَا تَعْمَى الْاَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ.

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা Common sense) যা অবস্থিত সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)।

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে অবস্থিত Common sense-এ একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি চোখে দেখে বা কানে শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see. অর্থাৎ মন যেটা জানে না চোখ সেটা দেখে না। তাই, আয়াতটির শিক্ষা হলো– আল কুরআনের আয়াতের বিষয়ে মানুষের আকল/Common sense/বিবেকে আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না। আর তাই আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায়– কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হলে প্রথমে Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে প্রাথমিক ধারণা নিতে হবে যদি বিষয়টি সাধারণ জ্ঞান বিষয়ক হয়। আর বিজ্ঞানের তথ্যের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে যদি বিষয়টি বিজ্ঞান বিষয়ক হয়। অতঃপর ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে প্রমাণিত জ্ঞান (কুরআন ও সুন্নাহ) দিয়ে যাচাই করে বিষয়টি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

আর তাই, আয়াতটির ভিত্তিতেও বলা যায়– নির্ভুল জ্ঞানার্জনে আকল/Common sense/বিবেককে সর্বপ্রথম ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ Common sense-কে দারোয়ানের মর্যাদা দিতে হবে।

Common sense-এর অংশসমূহ (Parts)

বর্তমান যুগের Computer এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যে নানা দিক থেকে অপূর্ব মিল আছে। Computer-এর তিনটি প্রধান অংশ হলো- Memory (স্মরণ শক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program। Common sense-এরও আছে– Memory (স্মরণ শক্তি), Processor (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) এবং Program।

বর্তমান Computer-এ যোগ বা পরিবর্তন করে Memory এবং Processing power (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) বাড়ানো যায়। আবার Dynamic Processing power থাকা Computer-ও আছে। যার Memory বাড়ালে Processing power সাথে সাথে বেড়ে যায়। Common sense-এর Processor হলো Dynamic। অর্থাৎ Common sense-এর Memory বাড়লে Processing power (বিশ্লেষণ ক্ষমতা) সাথে সাথে বেড়ে যায়। এ তথ্যটিই আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন এভাবে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا ... ...

হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি তোমাদের ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি দেবেন... ... ... ।

(সুরা আনফাল/৮ : ২৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির সরল বক্তব্য হলো– মানুষ আল্লাহ সচেতন হতে পারলে আল্লাহ তাদেরকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা আকল/Common sense/বিবেক দেবেন। কিন্তু সুরা আশ-শামসের ৮নং আয়াতের বক্তব্য হলো আল্লাহ তা'য়ালা জন্মগতভাবে 'ইলহাম'-এর মাধ্যমে সকল মানুষকে সঠিক ও ভুল পার্থক্যকারী শক্তি তথা আকল/Common sense/বিবেক দিয়েছেন। তাই আয়াত দুটির বক্তব্য আপাত পরস্পর বিরোধী। কিন্তু সুরা নিসার ৮২ নং আয়াতসহ অন্য আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আল কুরআনে কোনো পরস্পর বিরোধী বক্তব্য নেই।

তাই আয়াতাংশটির সরল অনুবাদ হবে– হে যারা ঈমান এনেছো! যদি তোমরা আল্লাহ সচেতন হও তবে তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) তোমাদের (জন্মগতভাবে পাওয়া) ভুল ও সঠিক পার্থক্যকারী শক্তি (আকল/Common sense/বিবেক) দেবেন।

আর আয়াতাংশটির প্রকৃত ব্যাখ্যা : আল্লাহ সচেতন হওয়ার উপায় হলো– কুরআন, সুন্নাহ, প্রাকৃতিক নিদর্শন (বিজ্ঞান), সত্য ঘটনা, সত্য কাহিনি ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে আল্লাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য জানা। আর আল্লাহর অতাৎক্ষণিকভাবে দেওয়া বলতে বুঝায়– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম/প্রাকৃতিক আইন/বিধান অনুযায়ী কোনো কিছু সংঘটিত হওয়া। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা (গবেষণা সিরিজ-২৪)'** নামক বইটিতে।

তাই আয়াতাংশের প্রকৃত ব্যাখ্যা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সত্য ঘটনা, সঠিক কাহিনি ইত্যাদির ভিত্তিতে জ্ঞানার্জন করে মানুষ যদি তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের Memory বাড়াতে পারে তবে আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তাদের আকল/Common sense/বিবেকের বিশ্লেষণ ক্ষমতা (Processing power) বেড়ে যাবে।

Virus বর্তমান Computer-এর ক্ষমতা কমায়। তেমনই ভুল তথ্য (Virus) মানুষের Common sense-এর শক্তি বা বিশ্লেষণ ক্ষমতা কমায়।

Common sense-এর গুরুত্ব

যুক্তি

যুক্তি-১

একজন মানুষকে যদি বলা হয় তোমার General knowledge (অর্জিত সাধারণ জ্ঞান) নেই। তবে সে তত মন খারাপ করবে না। কিন্তু কাউকে যদি বলা হয় তুমি Non-sense (তোমার Common sense নেই) তাহলে মারামারি শুরু হয়ে যাবে। এ থেকে বোঝা যায় মানুষ Common sense/আকল/বিবেককে মর্যাদার প্রতীক মনে করে।

যে বিষয়টিকে মানুষ মর্যাদার প্রতীক মনে করে সেটি নিশ্চয় ছোটোখাটো কোনো বিষয় হবে না। সেটি হবে মানবজীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই যুক্তির এ দৃষ্টিকোণ থেকে Common sense মানবজীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তি-২

জীবন পরিচালনা করতে গিয়ে আমরা প্রতি মুহূর্তে আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করছি। অন্য কথায় আকল/Common sense/ বিবেক ব্যবহার না করে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব। যে বিষয়টি ব্যবহার না করলে জীবন পরিচালনা করা অসম্ভব সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। ইসলাম মানুষের জীবনকে সুখী, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল করতে চায়। তাই যুক্তির এ দৃষ্টিকোণ হতেও আকল/Common sense/বিবেক মানবজীবনের অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

যুক্তি-৩

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immunological system) নামক দারোয়ান অবদমিত হলে বা কাজ না করলে মানুষের জীবন মহা অশান্তিময় হয়। এর উদাহরণ হলো– AIDS রোগ। AIDS হলে জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নামক দারোয়ান অবদমিত হয়। তাই, যে সকল ছোটো জীবাণু সাধারণ অবস্থায় রোগ সৃষ্টি করার কথা নয়

সেগুলোও রোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় এবং সে রোগে মানুষ মারা যায়। তাই জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের রাজ্যে ভুল ঢোকা প্রতিরোধ করার দারোয়ান– আকল/Common sense/বিবেক অবদমিত হলে বা কাজে না লাগালে ছোটো শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে জ্ঞানের মধ্যে ভুল ঢুকিয়ে দিতে এবং জ্ঞানকে লন্ডভন্ড করে দিতে সক্ষম হয়।

বর্তমান মুসলিম জাতি আকল/Common sense/বিবেককে শুধু অবদমিতই করেনি জ্ঞানের উৎসের তালিকা হতে বাদও দিয়েছে। অর্থাৎ বর্তমান মুসলিম জাতি জ্ঞানের কঠিনতম AIDS রোগে আক্রান্ত। তাই, ছোটো শয়তানরাও ধোঁকা দিয়ে তাদের জ্ঞানের রাজ্যকে লন্ডভন্ড করে দিয়েছে। তাই যুক্তির এ তথ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে আকল/Common sense/বিবেক সকল মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া অতিবড়ো এক নিয়ামত।

♣♣ যুক্তির এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে সহজে বলা যায় মানবজীবনে আকল/ Common sense/বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম।

আল কুরআন

তথ্য-১

আল কুরআনে আকল (عَقْلٌ) শব্দটি ৪৯ বার এসেছে। এর মধ্যে ২২ জায়গায় মহান আল্লাহ মানুষকে তিরস্কার করেছেন আকল খাটিয়ে আল কুরআন তথা ইসলাম না জানা বা না বোঝার জন্য। বাকি ২৭ জায়গায় তিনি কুরআন তথা ইসলামের বক্তব্যকে আকল খাটিয়ে জানতে ও বুঝতে উপদেশ বা নির্দেশ দিয়েছেন অথবা অন্যভাবে আকলের কথা উল্লেখ করেছেন। যে বিষয়টি ব্যবহার না করার জন্য আল কুরআনে ২২ বার মানুষকে তিরস্কার করা হয়েছে সেটি নিশ্চয় অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-২

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَآ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْٓا اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ.

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ, তাদের অধিকাংশই জাহিলি ভাবধারার অনুসারী। (আল আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : আল্লাহর অতাৎক্ষণিক ইচ্ছা হলো আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম। আর জাহিলি ভাবধারায় চলা হলো আকল/Common sense/বিবেক না ব্যবহার করে চলা।

তাই, আয়াতটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যারা আকল/Common sense/বিবেক কাজে লাগায় না– সামনে ফেরেশতা উপস্থিত হলে, মৃতরা তাদের সাথে কথা বললে বা সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হলেও আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না। যে বিষয়টিকে ব্যবহার না করলে মানুষ কোনোভাবে ঈমান আনতে পারবে না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়।

তথ্য-৩

أَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَتَكُوْنَ لَهُمْ قُلُوْبٌ يَّعْقِلُوْنَ بِهَا أَوْ اٰذَانٌ يَّسْمَعُوْنَ بِهَا

তারা কি পৃথিবী ভ্রমণ করেনি? তাহলে তারা এমন মন (মনে থাকা Common sense) সম্পন্ন হতো যা দিয়ে বুঝতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু পড়ে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো) এবং এমন কান সম্পন্ন হতো যা দিয়ে শুনতে পারতো (কুরআন, সুন্নাহ বা অন্যকিছু শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারতো)।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ হতে জানা যায় ভ্রমণ করলে এমন আকল/Common sense/বিবেকের অধিকারী হওয়া যায় যা দিয়ে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বোঝা যায়। এ কথাটির সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক ব্যাখ্যা আয়াতটির শেষাংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এভাবে–

... ... فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلٰكِنْ تَعْمَى الْقُلُوْبُ الَّتِيْ فِي الصُّدُوْرِ .

প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয় বরং অন্ধ হচ্ছে মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) যা অবস্থিত (সম্মুখ ব্রেইনের) সম্মুখ অংশে।

(সুরা আল হাজ্জ/২২ : ৪৬)

ব্যাখ্যা : সৃষ্টিতত্ত্ব বিষয়ক একটি তথ্য হলো– সম্মুখ ব্রেইনের সম্মুখ অংশে থাকা মনে অবস্থিত আকল/Common sense/বিবেকে একটি বিষয় সম্পর্কে আগে থেকে ধারণা না থাকলে বিষয়টি দেখে বা শুনে তার প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ বুঝতে পারে না। এ কথাটিই ইংরেজিতে বলা হয় এভাবে– What mind does not know eye will not see.

এ বিষয়ে দুটি উদাহরণ–

উদাহরণ-১
রোগের লক্ষণ (Symtoms & Sign) আগে থেকে মাথায় না থাকলে রুগি দেখে রোগ নির্ণয় (Diagnosis) করা যায় না। এ চিরসত্য কথাটি সকল চিকিৎসক জানে।

উদাহরণ-২
একটি শিশু যে কখনো আপেল দেখেনি, আপেল দেখানোর পর নাম শিখিয়ে দেওয়ার আগ পর্যন্ত সে আপেল দেখে নাম বলতে পারে না। কারণ, দেখানো ফলটির নাম তার ব্রেইনে আগে থেকে নেই।

তাই, কুরআন বা সুন্নাহ-তে থাকা একটি বিষয়ে মানুষের Common sense-এ আগে থেকে ধারণা না থাকলে ঐ আয়াত বা সুন্নাহর প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ বুঝতে পারে না।

আর তাই, পুরো আয়াতটি থেকে সার্বিকভাবে যা জানা যায় তা হলো– পৃথিবী ভ্রমণ করলে বিভিন্ন স্থানের মানুষের ভাষা, চেহারা, পোশাক, খাবার, পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা, আইন-কানুন ইত্যাদি দেখে জ্ঞান অর্জিত হয়। এর মাধ্যমে মানুষের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক উৎকর্ষিত হয়। ঐ উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে মানুষ কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিকভাবে বুঝতে পারে।

বর্তমানে জ্ঞানার্জনের উপায় হিসেবে ভ্রমণ করার সাথে যোগ হয়েছে–
- বিভিন্ন (বিজ্ঞান, ইতিহাস ইত্যাদি) বই পড়া
- ইন্টারনেট ব্রাউজ করা
- Geographic Channel দেখা
- Discovery Channel দেখা।

যে বিষয়টিকে উৎকর্ষিত না হলে কুরআন পড়ে বা শুনে সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা বোঝা যায় না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তথ্য-৪

... ... وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لَا يَعْقِلُوْنَ .

যারা আকল/Common sense/বিবেককে ব্যবহার করে না তাদের ওপর তিনি (অতাৎক্ষণিকভাবে) অকল্যাণ (ভুল) চাপিয়ে দেন।

(সুরা ইউনুস/১০ : ১০০)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশের বক্তব্য হলো– যারা আকল/Common sense/ বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না, জীবনের বিভিন্ন দিকে তাদের ওপর অকল্যাণ/ভুল চেপে বসে। তাই যে বিষয়টি যথাযথভাবে ব্যবহার না করার কারণে মানবজীবনের বিভিন্ন দিকে ভুল চেপে বসবে বলে কুরআন বলেছে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৫

قَدۡ اَفۡلَحَ مَنۡ زَكّٰهَا ۠ . وَقَدۡ خَابَ مَنۡ دَسّٰهَا .

অবশ্যই সে সফল হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) উৎকর্ষিত করবে। আর অবশ্যই সে ব্যর্থ হবে যে তাকে (আকল/Common sense/বিবেক) অবদমিত করবে।

(সুরা আশ শামস্/৯১ : ৯-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে সে জীবন পরিচালনায় সফল হবে। আর যে আকল/Common sense/ বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না সে জীবন পরিচালনায় ব্যর্থ হবে। যে বিষয়টি ব্যবহার করা বা না করার ওপর মানবজীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা নির্ভর করে সেটি অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৬

اِنَّ شَرَّ الدَّوَآبِّ عِنۡدَ اللّٰهِ الصُّمُّ الۡبُكۡمُ الَّذِيۡنَ لَا يَعۡقِلُوۡنَ .

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে নিকৃষ্টতম জীব হচ্ছে সেই সব বধির ও বোবা, যারা আকল/Common sense/বিবেককে (যথাযথভাবে) কাজে লাগায় না।

(সুরা আল আনফাল/৮ : ২২)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যারা বিভিন্ন কাজ বিশেষ করে ইসলামকে জানা বা বোঝার জন্যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে কাজে লাগায় না তাদেরকে নিশ্চয়তা সহকারে নিকৃষ্টতম জীব বলা হয়েছে। আল্লাহ যাকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন তার জীবন শতভাগ ব্যর্থ এটি বোঝা সহজ। কিন্তু আল্লাহ তা'য়ালা ঐ ধরনের ব্যক্তিকে নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন কেন, তা আমাদের বোঝা দরকার।

গোখরা সাপ একটি হিংস্র জীব। তবে একটি গোখরা সাপ বেশি মানুষকে হত্যা করতে পারে না। একজন, দুইজন বা তিনজন মানুষকে কামড়ালেই সাপটি ধরা পড়ে যাবে এবং মানুষ তাকে মেরে ফেলবে। অন্যদিকে একজন মানুষ যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না সে অসংখ্য মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করবে এমনকি একটি জাতিকে ধ্বংস করে দিতে পারে। এ কারণেই যে আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাকে মহান আল্লাহ নিকৃষ্টতম জীব বলেছেন। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করার জন্য মানুষকে নিকৃষ্ট জীবের খেতাব পেতে হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৭

... ... كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ . قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَآءَنَا نَذِيْرٌ ۙ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ . وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোনো দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তাদেরকে রক্ষীগণ জিজ্ঞাসা করবে– কোনো সতর্ককারী কি তোমাদের কাছে আসেনি? উত্তরে তারা বলবে– হ্যাঁ, অবশ্যই সতর্ককারী আমাদের কাছে এসেছিল। কিন্তু আমরা তাদেরকে (কথা ও কাজের মাধ্যমে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিলাম এবং বলেছিলাম– আল্লাহ কিছুই নাযিল করেননি, আসলে তোমরা বিরাট ভুলের মধ্যে আছো। অতঃপর তারা বলবে– হায়! আমরা যদি (কুরআন ও সুন্নাহ-এর বক্তব্য) শুনতাম অথবা আকল/Common sense/বিবেককে (যথাযথভাবে) ব্যবহার করতাম তবে আজ আমাদের জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হতো না।

(সুরা আল মুলক/৬৭ : ৮-১০)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে যাদের কথা বলা হয়েছে তারা কুরআন ও সুন্নাহ অস্বীকার করা ব্যক্তি। অর্থাৎ তারা কাফির। তাই, আয়াতটিতে পরকালে কাফির ব্যক্তিরা অনুশোচনা করে যা বলবে সেটি উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে– পৃথিবীতে নবী-রসূলগণ তাদেরকে যা বলেছিল অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নার যে দাওয়াত দিয়েছিল সেটি যদি তারা মনোযোগ সহকারে শুনতো অথবা আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করতো তাহলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

কাফিরদের আকল/Common sense/বিবেক অনেক অবদমিত। আয়াতটিতে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– ঐ অবদমিত Common sense-ও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে কাফিরদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই, এ আয়াত হতে জানা যায়– Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার একটি কারণ হবে। যে বিষয়টিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

তথ্য-৮

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ .

(এটি) সেই কিতাব যাতে কোনো সন্দেহ নেই। (এটি) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য।

(সুরা আল বাকারা/২ : ২)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'এটি সেই কিতাব' অংশের ব্যাখ্যা– কুরআন হলো সেই আসমানি গ্রন্থ যেটি আসার ঘোষণা পূর্বের সকল আসমানি গ্রন্থে আছে।

'যাতে কোনো সন্দেহ নেই' অংশের ব্যাখ্যা– মানুষ সাধারণত আকল/Common sense/বিবেকের বাইরের/বিরোধী কথায় সন্দেহ করে। তাই, এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– আল কুরআনে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরের কোনো বিষয় নেই।

'(এটি) একটি পথনির্দেশিকা আল্লাহ সচেতন ব্যক্তিদের জন্য' অংশের ব্যাখ্যা– আল্লাহ সচেতনতার সর্বনিম্ন স্তর হলো আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা। তাই এ অংশের ব্যাখ্যা হলো– কুরআন হতে পথনির্দেশ পাবে আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত থাকা ব্যক্তিগণ।

অন্যকথায় বলা যায়–

১. কুরআন হতে শিক্ষা নিতে হলে কমপক্ষে বুনিয়াদি তথা জন্মের সময় থাকা মাত্রার আকল/Common sense/বিবেক সম্পন্ন হতে হবে।
২. যে/যারা আকল/Common sense/বিবেককে যথাযথ গুরুত্ব দেয় না, সে/তারা কুরআন হতে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হবে।

সুতরাং যে বিষয়টি জাগ্রত না থাকলে কুরআন হতে পথনির্দেশনা/হিদায়াত পাওয়া যাবে না সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হবে।

♣♣ আল কুরআনের এ সকল তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়– ইসলামী জীবনব্যবস্থায় আকল/Common sense/বিবেক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : إِنَّ اللهَ لاَ يَقْبِضُ العِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبَادِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ العِلْمَ بِقَبْضِ العُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالاً، فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ‘আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি ইসমাঈল বিন আবী উয়াইস থেকে শুনে তাঁর ‘সহীহ’ গ্রন্থে লিখেছেন– ‘আবদুল্লাহ বিন ‘আমর বিন ‘আস (রা.) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স.)-কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে। যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। অতঃপর তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে। বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে।

♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ১০০।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

পুরো হাদীসটিতে জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তাই, হাদীসটির সকল কথাকে জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত করে ব্যাখ্যা করলেই শুধু সে ব্যাখ্যা যথাযথ হবে এবং হাদীসটিতে মানবসভ্যতা বিশেষ করে বর্তমান মুসলিম জাতির জন্য থাকা মহাকল্যাণকর শিক্ষাটি ফুটে উঠবে। এ কথাটি সামনে রেখে চলুন হাদীসটির অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা জানা যাক–

'নিশ্চয় আল্লাহ সরাসরি বান্দাদের থেকে ইলম উঠিয়ে নেবেন না। কিন্তু আলিমদের উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে' অংশের ব্যাখ্যা : পৃথিবী থেকে একদিন প্রকৃত জ্ঞান উঠে যাবে। আর জ্ঞান উঠে যাওয়ার বিষয়টি ঘটবে কুরআনের প্রকৃত জ্ঞানী না থাকার কারণে। কুরআনের অক্ষর উঠে যাওয়ার মাধ্যমে নয়।

'যখন কোনো (প্রকৃত) আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে' অংশের ব্যাখ্যা : যখন কোনো প্রকৃত আলিম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেকহীন ব্যক্তিদেরকে মাথা বানিয়ে নেবে। মানুষের মাথায় অবস্থিত ব্রেইনের সম্মুখ অংশে থাকে জ্ঞান। তাই, মাথা হলো জ্ঞানের আধার। আর তাই, হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– যখন কোনো প্রকৃত আলিম সমাজে থাকবে না তখন লোকেরা আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া ব্যক্তিদেরকে জ্ঞানের আধার তথা জ্ঞানী (আলিম) হিসেবে গ্রহণ করবে।

'তাদেরকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করা হলে না জানলেও তারা সিদ্ধান্ত (ফতওয়া) দিয়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/বিবেককে গুরুত্ব না দেওয়া শিক্ষাব্যবস্থার আলিম খেতাব পাওয়া ব্যক্তিগণকে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাদের শেখা ভুল জ্ঞান অনুযায়ী উত্তর দেবে।

'বস্তুত তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করবে' অংশের ব্যাখ্যা : আকল/Common sense/বিবেককে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস হিসেবে যথাযথ গুরুত্ব না দিয়ে শিক্ষা লাভ করা ব্যক্তিরা নিজেরা কুরআন ও সুন্নাহ সঠিকভাবে বুঝতে পারবে না। তাই তারা পথভ্রষ্ট হবে। অন্যদিকে তারা অপরকেও সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ শেখাতে পারবে না। তাই তারা অন্যদেরকেও কথা, লেখা, খুতবা, লেকচার, ওয়াজ, কুরআন ও হাদীসের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) ইত্যাদির মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করবে।

হাদীসটির ভিত্তিতে তাই সহজে বলা যায়– Common sense অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের শক্তি।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حدثنا عبد الله عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ وَ اَبِيْ اُسَيْدٍ اَنَّ رَسُوْلَ

اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تَعْرِفُهُ قُلُوْبُكُمْ وَ تَلِيْنَ لَهُ اِشْعَارِ كُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَاَنَا اَوْلاَكُمْ بِه . وَ اِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيْثَ عَنِّيْ تُنْكِرُهُمْ قُلُوْبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ اِشْعَارِكُمْ وَ اَبْشَارِكُمْ وَ تَرَوْنَ اَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيْدٌ فَاَنَا اَبْعَدِكُمْ مِنْهُ .

আবূ হুমাইদ (রা.) ও আবূ উসাইদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– আবু হুমাইদ (রা.) ও আবু উসাইদ (রা.) বলেন, রসুল (স.) বলেছেন– যখন তোমরা আমার নামে কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) চিনতে পারে (মেনে নেয়) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) নরম হয় (গ্রহণ করে) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মনের নিকটতর তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা Common sense) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক নিকটতর।

আর যখন তোমরা আমার নামে বলা কোনো বর্ণনা শুনো তখন যেটাকে তোমাদের মন (মনে থাকা Common sense) অস্বীকার করে (মানে না) এবং যা দিয়ে তোমাদের ইঙ্গিত ও সুসংবাদ দানকারী শক্তি (মন) বিমুখ হয় (গ্রহণ করে না) এবং তোমরা অনুভব করো যে তা তোমাদের মন থেকে দূরে তখন নিশ্চিতভাবে জেনে নেবে যে, আমার মন (মনে থাকা Common sense) তোমাদের অপেক্ষা সেটির অধিক দূরে ।

- আহমদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং ১৬০০৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে মানুষের মন বলতে আকলে সালিম (অপরিবর্তিত/উৎকর্ষিত Common sense) বুঝানো হয়েছে। অন্যদিকে রসুল (স.)-এর Common sense-এর রায় হলো হাদীস। তাই, হাদীসটি অনুযায়ী, মানুষের আকলে সালিমের (অপরিবর্তিত বা উৎকর্ষিত Common sense) রায় এবং রসুল (স.)-এর হাদীস অভিন্ন। অপরিবর্তিত থাকলে যে উৎসের জ্ঞানের ভিত্তিতে পাওয়া রায় এবং রসুল (স.)-এর হাদীস অভিন্ন সে উৎস অবশ্যই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎস।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِحَدِيثٍ يَرْفَعُهُ، قَالَ : النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادِنِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا، ... ...

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি যুহাইর বিন হারব থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) হতে মারফু সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন– মানুষ হলো খনিজ সম্পদ। যেমন– খনিজ সম্পদ রৌপ্য ও স্বর্ণ। জাহিলী যুগে তাদের মধ্যে যারা উত্তম ছিল, ইসলামেও তাঁরা উত্তম হবে যদি তাঁরা ইসলামের জ্ঞানার্জন করে। ... ...

- ♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-৬৮৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৪০ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যা হতে আমরা জেনেছি– সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain) থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে জন্মগতভাবে কোনো মানুষ বেশি এবং কোনো মানুষ কম মর্যাদাবান হয়। যে বিষয়টির ভিত্তিতে জন্মের সময় হতে মানুষের মর্যাদা নির্ণীত হয় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ... حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ قَالَ : أَتْقَاهُمْ لِلَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَأَكْرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ . قَالُوا لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ . قَالَ : فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي ، النَّاسُ مَعَادِنُ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُوا.

ইমাম বুখারী (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি উবাইদুল্লাহ ইবন ইসমাঈল (রহ.) থেকে শুনে তার 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করা হলো–

মানুষের মাঝে সবচেয়ে সন্মানিত ব্যক্তি কে? তিনি বললেন– তাদের মধ্যে যে অধিক আল্লাহ সচেতন (মুত্তাকী)। তখন তারা বলল, আমরা তো আপনাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন– তা হলে আল্লাহর নবী ইউসূফ, যিনি আল্লাহর নবীর পুত্র, আল্লাহর নবীর পৌত্র এবং আল্লাহর খলীল-এর প্রপৌত্র। তারা বলল, আমরা আপনাকে এ ব্যাপারেও জিজ্ঞেস করিনি। তিনি বললেন, তা হলে কি তোমরা আরবের মূল্যবান গোত্রসমূহের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছ? জাহিলীযুগে তাদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম ব্যক্তি ছিলেন, ইসলামেও তাঁরা সর্বোত্তম ব্যক্তি হবে যদি তাঁরা ইসলাম সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করে।

- ♦ বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং- ৩১৯৪।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ৪২-৪৩ নং পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হাদীসটির ব্যাখ্যা হতে আমরা জেনেছি– আকল/Common sense/বিবেকের শক্তির ভিত্তিতে সমাজের মানুষ বেশি এবং কম মর্যাদাবান হয়। যে বিষয়টির ভিত্তিতে মানুষের সামাজিক মর্যাদা নির্ণীত হয় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ... ... ... عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ وَيَقُولُ : اسْتَوُوا وَلاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ .قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا.

ইমাম মুসলিম (রহ.) আবূ মাসউদ (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর বিন আবী শাইবাহ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ মাস'উদ (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) সলাতের সময় আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন, তোমরা সোজাসুজি দাঁড়াও এবং আগে পিছে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে দাঁড়িও না। এটিতে তোমাদের মন (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) মতভেদে লিপ্ত হয়ে পড়বে। Common sense সম্পন্ন ব্যক্তিরা আমার কাছাকাছি দাঁড়াবে। অতঃপর এ গুণে যারা তাদের নিকটবর্তী তারা পর্যায়ক্রমে দাঁড়াবে। আবূ মাস'উদ (রা.) বলেন, কিন্তু আজকাল তোমাদের মধ্যে চরম বিভেদ-বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে।

♦ মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-১০০০
♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– অধিক আকল/Common sense/ বিবেক সম্পন্ন লোকদের গুরুত্ব ও মর্যাদা কম Common sense সম্পন্নদের তুলনায় বেশি। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও Common sense একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ ابن ماجه... ... ... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ... ... عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَبُ الْمَالُ وَالْكَرَمُ التَّقْوَى.

ইমাম ইবন মাজাহ (রহ.) সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন খালাফ আল-আসকালানী (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– সামুরাহ বিন জুনদুব (রা.) বলেন, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– অভিজাত বংশধারা (Noble descent) হলো সম্পদ এবং মহানুভবতা (Generosity) হলো আল্লাহ সচেতনতা (তাকওয়া)।

♦ ইবন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৪২১৯।
♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'অভিজাত বংশধারা হলো সম্পদ' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে অভিজাত বংশধারাকে সম্পদ বলা হয়েছে। এর কারণ হলো–

১. মানুষ বংশ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে (Heriditarily) বিভিন্ন গুণ পায়। ঐ গুণগুলো হলো 'সম্পদ'। সে গুণের সবচেয়ে বড়োটি হলো অধিক শক্তিশালী আকল/Common sense/বিবেক।
২. অভিজাত বংশের পরিবেশে থাকার কারণে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জ্ঞানের অধিক শক্তিশালী উৎসটি আরও উৎকর্ষিত হয়।

'মহানুভবতা হলো আল্লাহ সচেতনতা' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশে আল্লাহ সচেতনতাকে সরাসরি মহানুভবতা বলা হয়েছে। মহানুভবতার প্রতিশব্দ হলো মানবতা, বড়ো মন ইত্যাদি। নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার (Human rights) বা বান্দার হক ধরনের গুণগুলো মহানুভবতার অন্তর্ভুক্ত।

তাই, হাদীসটির এ অংশ অনুযায়ী আল্লাহ সচেতনতামূলক মূল বিষয় হলো– নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার (Human rights) বা বান্দার হক ধরনের জ্ঞানসমূহ। আর আল্লাহ সচেতন ব্যক্তি হবেন নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার (Human rights) বা বান্দার হক ধরনের বিষয়সমূহ ধারণ করা ও মেনে চলা ব্যক্তি।

মানবজীবনের বিষয়সমূহ ৪ বিভাগে বিভক্ত–

জীবনের সকল কাজ

উপাসনামূলক কাজ	**ন্যায় ও অন্যায়, মানবাধিকার বা খিদমতে খালকমূলক কাজ**	**শরীর স্বাস্থ্য গঠনমূলক কাজ**	**পরিবেশ পরিস্থিতি গঠনমূলক কাজ**
কুরআনের জ্ঞানার্জন করা, ঈমান আনা, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, সিয়াম পালন করা, হাজ্জ করা ইত্যাদি	সত্য বলা, মিথ্যা না বলা, পরোপকার করা, কারো ক্ষতি না করা, নিজে পেট ভরে খেলে অপরে যেন অভুক্ত না থাকে, নিজে অট্টালিকায় থাকলে অপরে যেন ফুটপাতে না থাকে, নিজে উচ্চশিক্ষিত হলে অপরে যেন অশিক্ষিত না থাকে, নিজে ভালো কাপড় পরলে অপরে যেন কাপড় বিহীন না থাকে এ সব বিষয়ে ভূমিকা রাখা ইত্যাদি	খাওয়া, পান করা, ব্যায়াম, চিকিৎসা ইত্যাদি	সাধারণ শিক্ষা, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি

এ ৪ বিভাগের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা, মানবাধিকার বা বান্দার হক ধরনের বিষয়গুলো হলো মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়। অন্য তিন বিভাগের (উপাসনা, শরীর-স্বাস্থ্য ও পরিবেশ-পরিস্থিতি) বিষয় হলো মানুষ সৃষ্টির পাথেয় (উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম) বিভাগের বিষয়। মানুষ জন্মগতভাবে জানে শুধু উদ্দেশ্য বিভাগের বিষয়সমূহ। আর তা মানুষ জানে তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেকের মাধ্যমে।

যে উৎসের জ্ঞান ও আমল মানুষকে মহানুভব বানায় সেটি নিশ্চয় অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ التِّرْمِذِيُّ ... ... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ ... ...

عَنْ أَنَسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا

فَزَوِّدْنِي. قَالَ : زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقْوَى. قَالَ زِدْنِي. قَالَ : وَغَفَرَ ذَنْبَكَ. قَالَ زِدْنِي

بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ : وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ.

ইমাম তিরমিযী (রহ.) আনাস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ ইবন আবী ঝিয়াদ (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (স.)-এর কাছে এক লোক এসে বলল– হে আল্লাহর রসুল! আমি সফরে যাওয়ার ইচ্ছা করেছি। সুতরাং আপনি আমাকে পাথেয় বলে দিন। তিনি বললেন– আল্লাহ তা'য়ালা তোমাকে সচেতনতার পাথেয় দান করুন। সে বলল, আরও বেশি দিন। তিনি বললেন– তোমার গুনাহ আল্লাহ তা'য়ালা ক্ষমা করুন। সে বলল, আমার মাতা পিতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক! আমাকে আরও বেশি দান করুন। তিনি বললেন– তিনি (আল্লাহ তা'য়ালা) তোমার জন্য কল্যাণ লাভ সহজ করুন, তুমি যেখানেই থাকো।

- ◆ তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭৭৬।
- ◆ হাদীসটির সনদ হাসান ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে দেখা যায়– এক ব্যক্তি সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে রসুলুল্লাহ (স.)-এর কছে দোয়া/নসিহত চাইলে রসুলুল্লাহ (স.) সর্বপ্রথম তাকে সচেতনতার পাথেয় দেওয়ার জন্য দোয়া করেছেন।

সফর বিশেষ করে বিপদ-আপদ থাকা সফরে সফল হতে হলে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় উপস্থিতবুদ্ধি। যার উপস্থিতবুদ্ধি যত উৎকর্ষিত বিপদ-আপদ থাকা সফরে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি। উপস্থিতবুদ্ধি আকল/Common sense/বিবেকের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর জাগ্রত Common sense-ই হলো সচেতনতা/আল্লাহ সচেতনতা।

তাই, রসুল (স.) প্রকৃতভাবে লোকটির Common sense-কে আরও উৎকর্ষিত এবং তা যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার কাছে দোয়া করেন।

মানুষের দুনিয়ার জীবনটিও একটি সফর। তাই, হাদীসটির একটি শিক্ষা এটিও হবে যে– যার উপস্থিতবুদ্ধি যত উৎকর্ষিত হবে বিপদ-আপদে ভরপুর

দুনিয়ার জীবনের সফরে তার সফল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। আর তাই, অত্র হাদীসটি অনুযায়ীও আকল/Common sense/বিবেক অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-৮

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْحَاكِمُ... ... ... عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله ﷺ قال : كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِيْنُهُ وَ مُرُوءَتُهُ عَقْلُهُ وَ حَسْبُهُ خُلُقُهُ .

ইমাম হাকিম (রহ.) আবূ হুরায়রা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ১০ম ব্যক্তি আলী ইবন হামশাদ আল-'আদল (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'আল-মুস্তাদরাক' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণিত, রসুলুল্লাহ (স.) বলেছেন– মুমিনের সম্মান হলো তার দ্বীন, যুক্তির মাধ্যমে দ্বীনকে বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি হলো তার আকল/Common sense/বিবেক, আর মাপকাঠি হলো তার চরিত্র।

- ♦ আল-হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, হাদীস নং-৪২৫।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি অনুযায়ী আকল/Common sense/বিবেক হলো যুক্তির মাধ্যমে দ্বীন তথা কুরআন ও সুন্নাহ বোঝানো বা গ্রহণযোগ্য করার শক্তি। তাই, সহজে বলা যায়– আকল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি শক্তি।

হাদীস-৯

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد... ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ : مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ : إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ.

قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ : إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রসুল! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার মনে (মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক) বাধে সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

♦ আহমাদ, *আল মুসনাদ*, হাদীস নং-২২২২০।
♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'যাকে সৎকাজ আনন্দ দেবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দেবে সে মু'মিন' অংশের ব্যাখ্যা : সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই হাদীসটির এ অংশের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে– Common sense জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত।

'যে কাজ করতে তোমার মনে (মনে থাকা Common sense) বাধে সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে' অংশের ব্যাখ্যা : হাদীসটির এ অংশ হতে জানা যায়– কোনটি গুনাহ তথা নিষিদ্ধ কাজ তা জানা-বোঝার একটি উৎস হলো Common sense।

যে বিষয়টি জাগ্রত থাকা বা না থাকার ওপর ঈমান নির্ভরশীল এবং যেটি মানুষকে নিষিদ্ধ বিষয় সম্পর্কে ধারণা দেয় সেটি অবশ্যই অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। তাই এ হাদীসটির ভিত্তিতেও বলা যায়– Common sense অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জ্ঞানের উৎস।

হাদীস-১০

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الدَّارِمِيُّ... ... ... قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ : إِنَّمَا كَانَ يَطْلُبُ هَذَا الْعِلْمَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ خَصْلَتَانِ : الْعَقْلُ وَالنُّسُكُ ، فَإِنْ كَانَ نَاسِكاً وَلَمْ يَكُنْ عَاقِلاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ الْعُقَلاَءُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ ، وَإِنْ كَانَ عَاقِلاً وَلَمْ يَكُنْ نَاسِكاً قَالَ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَنَالُهُ إِلاَّ النُّسَّاكُ فَلَمْ يَطْلُبْهُ. فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ يَكُونَ يَطْلُبُهُ الْيَوْمَ مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا لاَ عَقْلٌ وَلاَ نُسُكٌ.

ইমাম দারেমী (রহ.) শা'বী (রহ.)-এর বর্ণনা সনদের ৪র্থ ব্যক্তি সাইদ ইবনে আমের (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন– শা'বী (রহ.) বলেন, তাদের সময় (তাবে'য়ীদের সময়) কেবল সেই ব্যক্তিই এ ইলম (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করতো যে নিজের মধ্যে দুটি গুণের সমাবেশ করতে সক্ষম হতো, আকল/Common sense/বিবেক ও সাধনা (Dedication)।

অতঃপর যে ব্যক্তি সাধনাকারী হয় কিন্তু Common sense সম্পন্ন না হয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকেরা ছাড়া কেউ লাভ করতে পারে না। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

আর যে ব্যক্তি Common sense সম্পন্ন কিন্তু সাধনাকারী নয় সে বলে– এটি এমন একটি গ্রন্থ যার জ্ঞান গভীর সাধনা ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়। ফলে সে তা অন্বেষণ বন্ধ করে দেয়।

তারপর শা'বী বললেন– আমার ভয় হয় যে, একদিন এমন ব্যক্তি হয়তো তা (কুরআনের জ্ঞান) অন্বেষণ করবে, যার মধ্যে এ দুটি গুণের একটিও নেই। না আছে Common sense আর না আছে সাধনা।

♦ দারেমী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-৩৭১
♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি হতে জানা যায়– কুরআনের জ্ঞানার্জন করার জন্য প্রধানত দুটি বিষয়ের প্রয়োজন হয়– আকল/Common sense/বিবেক ও সাধনা। তাই, সহজে বলা যায়– Common sense মহা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

হাদীস-১১.১

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ... سَمِعْتُ الْخُشَنِيَّ يَقُوْلُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي بِمَا يَحِلُّ لِي وَيُحَرَّمُ عَلَيَّ .قَالَ فَصَعَّدَ النَّبِيُّ ﷺ وَصَوَّبَ فِيَّ النَّظَرَ فَقَالَ الْبِرُّ مَا سَكَنَتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالإِثْمُ مَا لَمْ تَسْكُنْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَلَمْ يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَإِنْ أَفْتَاكَ الْمُفْتُونَ ... ...

আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি আবদুল্লাহ থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– আবূ সা'লাবা আল-খুশানী (রা.) বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রসুল (স.)! আমার জন্য কী বৈধ আর কী অবৈধ তা আমাকে জানিয়ে দিন। তখন রসুলুল্লাহ (স.) একটু নড়েচড়ে বসলেন ও ভালো করে খেয়াল (চিন্তা-ভাবনা) করে বললেন– নেকী (বৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার মন (নফস) প্রশান্ত হয় ও তোমার মন (ক্বলব) তৃপ্তি লাভ করে। আর পাপ (অবৈধ) হলো সেটি, যা করে তোমার নফস ও ক্বলব প্রশান্ত হয় না ও তৃপ্তি লাভ করে না। যদিও সে বিষয়ে ফাতওয়া প্রদানকারীরা তোমাকে ফাতওয়া দেয়। ... ...

- ♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৭৭৭৭।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

হাদীস-১১.২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد ... ...عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ لاَ أَدَعَ شَيْئاً مِنَ الْبِرِّ وَالإِثْمِ إِلاَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ وَإِذَا عِنْدَهُ جَمْعٌ فَذَهَبْتُ أَتَخَطَّى النَّاسَ فَقَالُوا إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكَ يَا وَابِصَةُ. فَقُلْتُ أَنَا وَابِصَةُ دَعُونِي أَدْنُو مِنْهُ فَإِنَّهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ أَنْ أَدْنُوَ مِنْهُ. فَقَالَ لِي ادْنُ يَا وَابِصَةُ ادْنُ يَا وَابِصَةُ. فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى مَسَّتْ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي. قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْبِرِّ وَالإِثْمِ. قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ. قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ.

ওয়াবেসা (রা)-এর বর্ণনা সনদের ৭ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রহ.) থেকে শুনে 'মুসনাদে আহমাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে– ওয়াবেসা (রা.) বলেন, আমি রসূল (স.)-এর কাছে আসলাম। ভালো মন্দ সবকিছু নিয়ে সকল প্রশ্নই আমি রসুলুল্লাহ (স.)-কে করতাম। তখন রসূল (স.)-এর আশে-পাশে তাঁকে প্রশ্নরত অবস্থায় অনেক লোকজন থাকতো। আমি তাদের মাঝখান দিয়ে রাস্তা করে এগিয়ে যেতাম। সকলে তখন বলতে থাকতো– হে ওয়াবেসা! রসুলুল্লাহ (স.) -এর কাছ থেকে দূরে থাকো। তখন আমি বলতাম– আরে জায়গা দাও তো! আমি তাঁর একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে যাবো। কারণ আমি রসুলুল্লাহ (স.) -এর কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করি। তখন রসুলুল্লাহ (স.) দুইবার অথবা তিনবার বললেন– "এই! তোমরা ওয়াবেসাকে জায়গা দাও, কাছে আসো হে ওয়াবেসা!" এরপর রসুলুল্লাহ (স.) বললেন, হে ওয়াবেসা! তুমি প্রশ্ন করবে নাকি আমি তোমাকে বলে দেবো? তখন আমি বললাম– বরং আপনিই বলে দিন। তখন রসুলুল্লাহ (স.) বললেন– হে ওয়াবেসা! তুমি কি

নেকি (সঠিক) ও পাপ (ভুল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো– হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙুলগুলো একত্র করে আমার মাথার সম্মুখে (সদর/কপাল) মারলেন এবং বললেন– তোমার মন (ক্বলব) ও নফসের কাছে উত্তর জিজ্ঞাসা করো। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস (মন) স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী (সঠিক)। আর পাপ (ভুল) হলো তা, যা তোমার নফসে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মনে (সদর) অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে (ভিন্ন) ফাতওয়া দেয় এবং ফাতওয়া দিতেই থাকে।

♦ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং ১৭৯২৯।

♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীস দুটি অনুযায়ী মানুষের মন তথা মনে থাকা জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ন্যায় (সঠিক) ও অন্যায় (ভুল) বুঝতে পারে। আর ঐ উৎস সম্মতি না দিলে কোনো ব্যক্তির ফতোয়া যাচাই না করে মানা নিষেধ। সে ব্যক্তি যত উচু মানেরই হোক না কেন। জ্ঞানের যে উৎসের রায়ের বিপরীত উচু মানের ব্যক্তিদের রায়ও যাচাই ছাড়া মানা নিষেধ সে উৎস অবশ্যই অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

হাদীস-১২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِيْ مُسْنَدِهِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنْ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتْ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمْ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

ইমাম আহমাদ (রহ.) আমর ইবনুল আস (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায (রহ.) থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস (রা.) বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসূলুল্লাহ (স.)-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিলেন। আর আমরা তাদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসূলুল্লাহ (স.) রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তার মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এই কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে।

তাই এতে থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের বুঝের আওতায়) তার ওপর আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/ Common sense/বিবেকের বুঝের বাইরে (হৃদয়ঙ্গম হয় না), তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।

- ◆ আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞানী হলো MBBS পাস করা চিকিৎসক। MBBS ডিগ্রিধারী তথা সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকগণ মানুষের অধিকাংশ রোগের চিকিৎসা দিতে সক্ষম। তবে কিছু বিশেষ রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়।

আকল/Common sense/বিবেক হলো জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞান। তাই, যাদের Common sense জাগ্রত আছে তারা সবাই ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণের ভিত্তিতে তাই বলা যায়– ইসলামের সাধারণ জ্ঞানী তথা পৃথিবীর Common sense জাগ্রত

থাকা সকল মানুষ কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বুঝতে সক্ষম। তবে কিছু বিশেষ বিষয় বোঝার জন্য কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সহায়তা দরকার হয়। ঐ বিশেষ বিষয়গুলোর অধিকাংশ হলো কুরআনের বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিষয়।

আলোচ্য হাদীসটির বোল্ড করা অংশের মাধ্যমে তাই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– সাধারণ মুসলিমদের পক্ষে তাদের Common sense-এর মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বোঝা সম্ভব। তবে অল্পকিছু বিষয় তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস দিয়ে বোঝা সম্ভব হবে না। তাই, সাধারণ মুসলিমদেরকে তাদের Common sense-এর মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বুঝে নিতে এবং তার ভিত্তিতে আমল করতে হবে। আর যে অল্পকিছু বিষয় তাদের জন্মগতভাবে পাওয়া উৎস দিয়ে বোঝা সক্ষম হবে না সেগুলো তাদেরকে কুরআনের বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের কাছ থেকে বুঝে নিতে এবং সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

যে বিষয়টির মাধ্যমে কুরআনের অধিকাংশ বিষয় বোঝা সম্ভব হবে সেটি অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

মনীষীগণের বক্তব্য

মনীষী-১

العقل شرط معرفة العلوم.

আকল (Common sense/বিবেক) জ্ঞান জানার একটি শর্ত (উৎস)।
(শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ (রহ.)-এর বক্তব্য। নাজাত বিনতে মূসা, *আল-আকলু ওয়া মাকানাতুহু ওয়া দালালাতুহুশ শার'ইয়্যিাতু আলাল উসূলিল ই'তিক্বাদিয়্যাহ*, পৃ. ৩১।)

মনীষী-২

وأما العقل وهو قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات، وهو المعنى بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات.

আকল, মানুষের এরূপ একটি শক্তি (স্বজ্ঞা/বিবেক/অন্তর্দৃষ্টি/Instinct/ Drive/ Common sense) যা দিয়ে মানুষ জ্ঞান ও অনুভবের যোগ্যতা রাখে। শাস্ত্রবিদদের এ বিষয়ে ব্যবহার করা غريزة শব্দটির এটাই অর্থ। (এটি)

এরূপ এক স্বভাবজাত শক্তি, জ্ঞানার্জনের উপকরণগুলো সুস্থ থাকলে যা দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়াবলি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ হয়।
{আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাজানী, *শারহু আকাইদ আন-নাসাফী*, (মিশর : মাকতাবাতুল কুল্লিয়্যাতিল আঝহার, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ. ২০}।

ব্যাখ্যা : غريزة এমন জ্ঞানকে বলে যা জন্মলগ্ন থেকেই মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

চূড়ান্ত রায় : উল্লিখিত বিষয়গুলোসহ কুরআন, হাদীস ও যুক্তির আরও তথ্যের ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে জানা যায়– আকল/Common sense/বিবেকের গুরুত্ব অপরিসীম।

ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়ের সংখ্যা

বিষয়টি বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের ভালো করে জানা ও বোঝা দরকার। কারণ, বিষয়টি সঠিকভাবে জানা ও বোঝা গেলে আকল/Common sense/বিবেকের বিরোধী কথার ব্যাপারে তাদের কর্মপন্থা কী হওয়া উচিত সে ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ হবে।

বিষয়টি নিম্নের দৃষ্টিকোণসমূহ থেকে জানা যায়–

দৃষ্টিকোণ-১

♦ **অভিন্ন উৎস থেকে আসার দৃষ্টিকোণ**

কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense অভিন্ন উৎস আল্লাহ হতে আসা। অভিন্ন উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল বেশি থাকে। অমিল কম থাকে। তাই যৌক্তিক কথা হলো– ইসলামে Common sense-এর বাইরের কোনো বিষয় থাকার কথা নয়।

দৃষ্টিকোণ-২

♦ **Common sense ব্যবহার করাকে কুরআন ও সুন্নাহ অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার দৃষ্টিকোণ**

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা জেনেছি, মহান আল্লাহ ও রসুল (স.) ইসলাম জানা এবং অন্যান্য কাজ করার সময় Common sense ব্যবহার করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। ইসলামে আকল/Common sense/ বিবেকের বাইরের কথা বেশি থাকলে মহান আল্লাহ ও রসুল (স.) Common sense ব্যবহার করতে কঠোর ভাষায় নিষেধ করতেন। তাই, মহান আল্লাহ ও রসুল (স.)-এর কর্মপদ্ধতি থেকে বোঝা যায়– ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয় না থাকার কথা বা থাকলেও খুব কম হওয়ার কথা।

দৃষ্টিকোণ-৩

♦ **ঈমান (বিশ্বাস) দুর্বল হওয়ার দৃষ্টিকোণ**

ইসলাম মানুষের ঈমানকে দৃঢ় করতে চায়। Common sense-এর বিরোধী বা বাইরের বিষয় ঈমানকে দুর্বল করে। তাই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও সহজে বলা যায়– ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয় না থাকার কথা বা থাকলেও খুব কম হওয়ার কথা।

ইসলামে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে Common sense-এর বাইরে দুই ধরনের বিষয় আছে–

ক. চিরন্তনভাবে বাইরের বিষয়।

খ. সাময়িকভাবে বাইরের বিষয়।

চলুন এখন এ দুই ধরনের বিষয় সম্পর্কে একটু বিস্তারিত জানা যাক–

ক. চিরন্তনভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ

এখানে দুই ধরনের বিষয় আছে–

১. অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়সমূহ।

২. রসূল (স.)-এর মুজেযাসমূহ।

১. অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয়সমূহ

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰيٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ؕ فَاَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَآءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَآءَ تَاْوِيْلِهٖ ۚ وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗٓ اِلَّا اللّٰهُ ۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ اٰمَنَّا بِهٖ ۙ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّآ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো ‘ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য’ আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো ‘অতীন্দ্রিয়’। অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝা-বুঝি ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে– আমরা এটি বিশ্বাস করি, (কারণ) এ সবই আমাদের রবের কাছ থেকে আসা। আর উলুল আলবাবগণ ছাড়া কেউ (কুরআন থেকে সর্বোৎকৃষ্ট) শিক্ষালাভ করে না।

(আলে-ইমরান/৩ : ৭)

অংশভিত্তিক ব্যাখ্যা

'তিনিই তোমার প্রতি কিতাবটি অবতীর্ণ করেছেন, যার মধ্যে কিছু হলো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত, এগুলো কিতাবের মা (মূল), আর অন্যগুলো অতীন্দ্রিয়' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে কুরআনের আয়াতকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) ও অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলোকে কুরআনের মা তথা আসল আয়াত বলা হয়েছে। অতীন্দ্রিয় আয়াতের বিষয় হলো সে বিষয় যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা মানুষের ষষ্ঠইন্দ্রিয় (শ্রবণ, দৃষ্টি, আস্বাদ, ঘ্রাণ, স্পর্শ ও আকল/Common sense/বিবেক) দিয়ে করা অসম্ভব।

কুরআনের অধিকাংশ আয়াত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিভাগের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াত হচ্ছে প্রায় পাঁচশত। বাকি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো (যার সংখ্যা অনেক বেশি) হচ্ছে মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের বক্তব্যগুলো বোঝানো বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্য সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল কুরআনে কাহিনি (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে ইসলামের আকায়েদ (বিশ্বাসগত বিষয়), ফারায়েজ, আখলাক (চরিত্রগত বিষয়), আদেশ-নিষেধ ইত্যাদি বিষয়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।

'অতঃপর যাদের মনে বক্রতা রয়েছে তারা ভুল বোঝা-বুঝি ছড়ানো এবং (অপ) ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে অতীন্দ্রিয়গুলোর পেছনে লেগে থাকে সেগুলোর প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করার জন্য। অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ এর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানে না' অংশের ব্যাখ্যা– এ অংশে বলা হয়েছে, কিছু দুষ্ট/শয়তান ব্যক্তি প্রকৃত ব্যাখ্যা বের করার জন্য অতীন্দ্রিয় আয়াতের পেছনে লেগে থাকে। এটি করে তারা শুধু ভুল বুঝ ও অপব্যাখ্যা ছড়ায়। কারণ, অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত তাৎপর্য/ব্যাখ্যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই জানে না। এ বক্তব্য হতে নিঃসন্দেহে বোঝা যায়, অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা মানুষ তাদের বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত কোনো আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে কখনও বুঝতে পারবে না এবং এটির চেষ্টা করাও নিষেধ।

আল কুরআনে অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের সংখ্যা খুবই কম। এ সব আয়াতে অতীন্দ্রিয় বিষয় যেমন– জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। কিছু কিছু সুরার শুরুতে এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট যে শব্দ থাকে, সেগুলোও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- الم، ص، يس ইত্যাদি।

‘যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে, আমরা এটা বিশ্বাস করি, (কারণ) এসবই আমাদের প্রতিপালকের কাছে থেকে আগত’ অংশের ব্যাখ্যা– বক্তব্যটির মাধ্যমে জ্ঞানে সুগভীর ব্যক্তিদের সামনে রেখে আল্লাহ তা’য়ালা কুরআনের অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো মেনে নেওয়ার একটি যুক্তি বলে দিয়েছেন। যুক্তিটি হলো– ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় সব আয়াতই মহান আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে। এর মধ্যে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতের সংখ্যা অতীন্দ্রিয় আয়াতের সংখ্যার চেয়ে বহুগুণ বেশি। তাই, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতগুলো যদি মানুষের বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে সঠিক বলে বোঝা ও মেনে নেওয়া সম্ভব হয় তবে অভিন্ন সত্তার কাছ থেকে আসা অল্প কয়েকটি অতীন্দ্রিয় আয়াতও সঠিক বলে মেনে নেওয়া অবশ্যই যৌক্তিক তথা আকল/Common sense/বিবেক সম্মত।

পুরো আয়াতটির শিক্ষা : আয়াতটিতে পুরো কুরআনকে দুই ভাগে ভাগ করে তার এক ভাগের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সম্পর্ক স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে। তাই কুরআনের অপরভাগের সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের সম্পর্ক কী হবে, তা বোঝা কঠিন নয়।

ধরা যাক এক ব্যক্তির সামনে ‘ক’ ও ‘খ’ নামের দুটি খাবার রেখে ‘ক’ নামের খাবারটি খাওয়া যাবে বলে বক্তব্য শেষ করা হলো। এ ধরনের উপস্থাপনে খাবার দুটি খাওয়ার ব্যাপারে ব্যক্তিটিকে যা বলা হয় তা হলো–

- ‘ক’ নামের খাবারটি খেতে তাকে প্রত্যক্ষভাবে অনুমতি দেওয়া হয়।
- ‘খ’ নামের খাবারটি খেতে তাকে পরোক্ষভাবে নিষেধ করা হয়।

উদাহরণটি সামনে রাখলে সহজে বলা যায়, কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা বুঝার বিষয়ে আলোচ্য আয়াতটির মাধ্যমে নিম্নের তথ্যগুলো জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা/তাৎপর্য স্থায়ীভাবে মানুষের বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত Common sense-এর জ্ঞানের বাইরে।

২. প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতীন্দ্রিয় আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা/তাৎপর্য বোঝার চেষ্টা করা নিষেধ তথা গুনাহ।

৩. পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) আয়াতের প্রকৃত ব্যাখ্যা/তাৎপর্য মানুষ তাদের বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত Common sense দিয়ে বুঝতে পারবে। অর্থাৎ সেগুলো বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত Common sense বিরোধী কোনো কথা নয়।

৪. পরোক্ষভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আয়াতে থাকা বিষয়ের প্রকৃত ব্যাখ্যা/তাৎপর্য বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত Common sense খাটিয়ে বোঝা বা বের করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

২. রসুলুল্লাহ (স.)-এর মুজেযাসমূহ

রসুলুল্লাহ (স.) তাঁর জীবনে কিছু মুজেযা দেখিয়েছেন। মুজেযার বিষয়গুলোও মানুষের পক্ষে বুনিয়াদি বা উৎকর্ষিত Common sense খাটিয়ে বোঝা সম্ভব নয়।

খ. সাময়িকভাবে Common sense-এর বাইরের বিষয়সমূহ

আল কুরআনের বক্তব্যসমূহ কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই সেখানে কিছু বিষয় আছে যা মানবসভ্যতার জ্ঞান একটা বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত মানুষের বুঝে আসবে না। এ বিষয়গুলোকে সাময়িকভাবে আকল/Common sense/ বিবেকের বাইরের বিষয় বলা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।

উদাহরণ-১

রকেটে করে অল্প সময়ে গ্রহ-উপগ্রহে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রসুল (স.)-এর মেরাজ বোঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে।

উদাহরণ-২

সুরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলে মানুষকে তা কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিংয়ের (Video recoding) জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই ‘কাজ দেখানো’ শব্দটি সঠিকভাবে বোঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু মানবসভ্যতার বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘণ্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিস্কে (Computer Disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটাই শেষ বিচারের দিন সাক্ষী-প্রমাণ হিসেবে দেখিয়ে বিচার করা হবে।

উদাহরণ-৩

মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধি স্তর (Development steps) সম্পর্কে কুরআনের যে আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেননি। কারণ, তাঁদের সময় বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে পৌঁছায়নি।

কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মানবভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সঠিকত্ব প্রমাণিত হচ্ছে।

উদাহরণ-৪

কুরআনের সুরা হাদিদে বলা হয়েছে, লোহা বা ধাতুর (Metal) মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন– তরবারির, বন্দুক বা কামানের শক্তি। কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে পারমাণবিক শক্তি।

আর এ তথ্যটি কুরআন জানিয়ে দিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيۡهِمۡ اٰيٰتِنَا فِى الۡاٰفَاقِ وَفِىۡۤ اَنۡفُسِهِمۡ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ اَنَّهُ الۡحَقُّ ؕ اَوَلَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَىۡءٍ شَهِيۡدٌ .

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নির্দশন দেখাবো, যতদিন না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের সকল বৈজ্ঞানিক তথ্য) সত্য। এটা কি তোমার রব সম্পর্কে যথেষ্ট নয় যে, তিনি সকল বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী?

(সুরা হা-মিম-আস সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো মানুষের দৃষ্টি পৃথিবীর যতদূর যায় ততদূর। তাই, আয়াতটিতে বলা হয়েছে– আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী খালি চোখ, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে, পৃথিবী ও মানুষের শরীরের বিভিন্ন বিষয় ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। ঐ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন পুরো কুরআন সত্য বলে প্রমাণিত হবে।

♣♣ ওপরের তথ্যগুলো জানার পর দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় বিষয় ছাড়া কুরআন তথা ইসলামে চিরন্তনভাবে মানুষের আকল/ Common sense/বিবেকের বিরোধী বা বাইরের কোনো কথা নেই।

ইসলামে Common sense-কে অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার কারণসমূহ

পূর্বেই আমরা জেনেছি ইসলাম আকল/Common sense/বিবেককে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। চলুন এখন পর্যালোচনা করে দেখা যাক, কী কারণে ইসলাম Common sense-কে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে। শিরোনাম আকারে কারণগুলো হলো−

১. আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া কোটি কোটি সদাজাগ্রত দারোয়ান (Guard) সকল সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা।
২. কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বোঝা সহজ হওয়া।
৩. ইসলামের বক্তব্য মানা ও অনুসরণ সহজ হওয়া।
৪. সঠিক গবেষণার বিষয় (Subject) খুঁজে পাওয়া।

কারণগুলোর পর্যালোচনা

১. 'Common sense জাগ্রত থাকার অর্থ আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া কোটি কোটি সদাজাগ্রত দারোয়ান (Guard) সকল সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকা' বিষয়টি পর্যালোচনা

আকল/Common sense/বিবেক হলো আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া ইসলামের সদাজাগ্রত দারোয়ান। বাড়িতে চোর অনুপ্রবেশ প্রতিরোধ করার জন্য মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। তাই, আল্লাহর নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান তার মতের বাইরের বা বিরোধী কোনো কথাকে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই না করে ইসলামের ঘরে প্রবেশ করতে দেবে না। আবার তার মতের পক্ষের কোনো কথাকে কুরআন ও সুন্নাহ দিয়ে যাচাই না করে ইসলামের ঘর থেকে বের হতে দেবে না। তাই Common sense দেওয়ার মাধ্যমে মহান আল্লাহ, বিশ্বে যতজন মুসলিম থাকবে (আদমশুমারি অনুযায়ী বর্তমানে প্রায় ১৯০ কোটি) ততজন আল্লাহর দেওয়া সদাজাগ্রত ইসলামের দারোয়ান (Guard) পৃথিবীতে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকার অপূর্ব ব্যবস্থা করেছেন।

একজন দারোয়ানকে ফাঁকি দেওয়া যায়। কিন্তু ১৯০ কোটি বা তার বেশি দারোয়ানকে ফাঁকি দেওয়া মোটেই সহজ নয়। তাই আকল/Common

sense/বিবেক নামক দারোয়ান দিয়ে ইসলামের ঘরে ভুল তথ্য অনুপ্রবেশ করা এবং সঠিক তথ্য বের হতে না দেওয়ার জন্য এক অপূর্ব ব্যবস্থা মহান আল্লাহ করেছেন।

২. 'Common sense কুরআনের আয়াতের প্রকৃত অর্থ বোঝা বা ব্যাখ্যা করা সহজ করে' বিষয়টি পর্যালোচনা

চিরসত্য একটি কথা হলো- What mind does not know eye will not see (মন যা জানে না চোখ তা দেখে না)। মানুষের মনে থাকে জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক, চিন্তা-শক্তি, প্রয়োগশক্তি, পরিকল্পনা শক্তি, সাংগঠনিক শক্তি, সমস্যা সমাধান করার শক্তি, স্মরণশক্তি, বুঝের শক্তি, ভাষা জ্ঞান, ব্যক্তিত্ব, ভালোবাসা, হিংসা, ক্রোধ, অহংকার ইত্যাদি। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অনুযায়ী– মন (অন্তর/Mind) থাকে সম্মুখ ব্রেইনে (Fore brain)। তাই, যে বিষয় সম্পর্কে মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেকে আগে থেকে ধারণা নেই সে বিষয়ের কুরআনের আয়াত দেখে পড়ে বা কানে শুনে মানুষ তার সঠিক অর্থ বুঝতে পারে না। আর যার Common sense যত উৎকর্ষিত সে তত সহজে কুরআন ও সুন্নাহর বক্তব্য বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারে। এ কথাগুলো আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন পূর্বে আলোচনাকৃত সুরা হাজ্জের ৪৬ নং (পৃষ্ঠা নং ৬৪) এবং সুরা আনফালের ২৯ নং (পৃষ্ঠা নং ৬০) আয়াতের মাধ্যমে।

চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী, মানুষের ব্রেইন তিন অংশে বিভক্ত–

১. সম্মুখ ব্রেইন (Fore brain)।
২. মধ্য ব্রেইন (Mid brain)।
৩. পশ্চাৎ ব্রেইন (Hind brain)।

ছবি দেখুন–

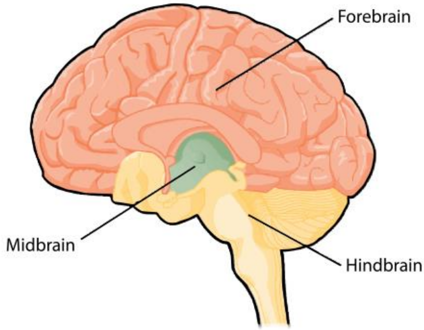

সম্মুখ ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ–

১. Frontal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার সম্মুখ দিকে। অর্থাৎ কপালের পেছনে।

২. Parietal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পাশে ওপরের দিকে।

৩. Temporal lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার দুই পাশে নিচের দিকে।

৪. Occipital lobe : সম্মুখ ব্রেইনের এ অংশটি অবস্থিত মাথার পেছনের দিকে।

ছবি দেখুন–

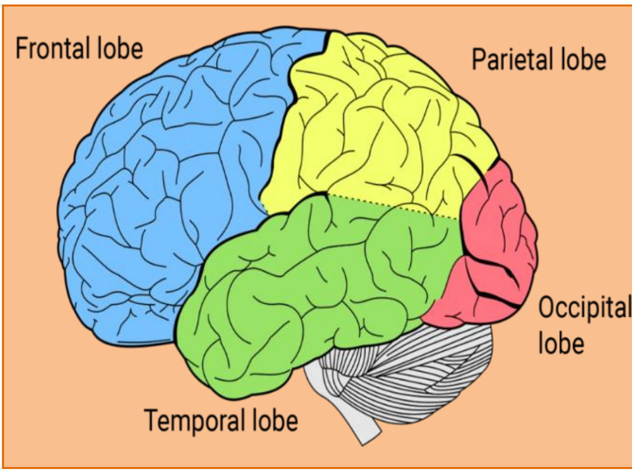

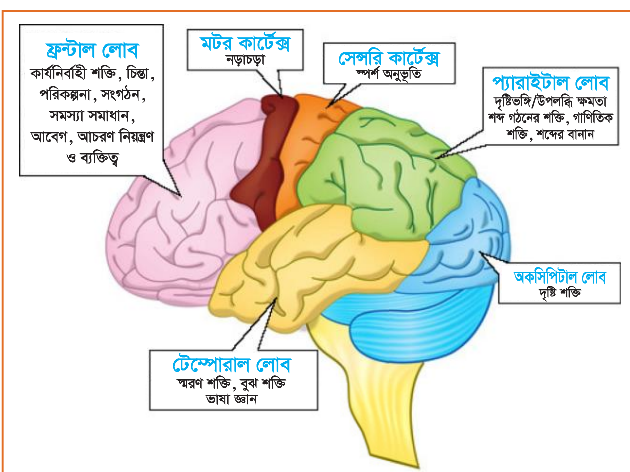

৩. ‘Common sense ইসলামের বক্তব্য মানা ও অনুসরণ সহজ করে’ বিষয়টি পর্যালোচনা

কোনো তথ্য আকল/Common sense/বিবেক সম্মত হলে–

- তা মানা বা গ্রহণ করা সহজ হয়।
- মনের প্রশান্তি নিয়ে তা অনুসরণ করা যায়।
- তার ওপর অটল থাকা সম্ভব হয়।

আর কোনো কথা আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী হলে–

- কোনো কারণে মানুষ তা গ্রহণ করলেও তার প্রতি বিশ্বাস দুর্বল থাকে।
- সহজে তাকে সে কথার বিপরীত কথা গ্রহণ করানো সম্ভব হয়।

তাই, মহান আল্লাহ ইসলামে Common sense-এর বাইরের কথা মাত্র কয়েকটি রেখেছেন এবং সেগুলো কী তা স্পষ্ট করে জানিয়েও দিয়েছেন।

আজ অসংখ্য মুসলিম ছেলে-মেয়ে অনৈসলামিক জীবনব্যবস্থার দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে। এর একটি প্রধান কারণ হলো– ইসলামের বিষয়গুলোকে আকল/ Common sense/বিবেক তথা যুক্তিগ্রাহ্যভাবে তাদের কাছে উপস্থাপন করতে না পারা। ফলে মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করার দরুন তারা ইসলামে বিশ্বাস করলেও তাদের ঈমান (জ্ঞান+বিশ্বাস) দুর্বল থেকে যাচ্ছে।

অন্যদিকে Common sense-এর চরম বিরোধী যে সকল কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে (অথচ তা ইসলামের কথা নয়), সেগুলো ইসলামের প্রতি বিবেকবান (Sensible) সকল মানুষের বিশ্বাস দুর্বল করে দিচ্ছে।

মানবসভ্যতার জ্ঞান যত বাড়ছে, ততই কুরআন সুন্নাহ যৌক্তিকভাবে বোঝা সম্ভব হচ্ছে। তাই সভ্যতার নতুন জ্ঞানের সাহায্য নিয়ে ইসলামের বিষয়গুলোকে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নতুনভাবে উপস্থাপন করা সকল চিন্তাশীল ও দরদী মুসলিমের ঈমানী দায়িত্ব।

আর এ প্রচেষ্টা কিয়ামত পর্যন্ত চালু রাখতে হবে যদি মুসলিম ঘরে জন্মগ্রহণ করা ছেলে-মেয়েদের অন্য মতবাদ থেকে ফিরিয়ে রাখতে বা অন্য মতবাদের মানুষকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করতে হয়।

৪. 'Common sense সঠিক গবেষণার বিষয় (Subject) খুঁজে পাওয়াকে সহজ করে' বিষয়টি পর্যালোচনা

আল কুরআনের অনেক জায়গায় আল্লাহ কুরআন তথা ইসলামের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা (Research) করতে বলেছেন। এর একটি জায়গার বক্তব্য হলো–

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না, নাকি তাদের মনে তালা লেগে গেছে? (সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করতে বলার তথ্য ধারণকারী অন্য আয়াত থেকে নিশ্চিতভাবে বোঝা যায়, মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করাকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। আর ঐ চিন্তা-গবেষণা করার জন্য তিনি কোনো ব্যক্তি, কাল ও বিষয়কে নির্দিষ্ট করে দেননি। অর্থাৎ চিন্তা-গবেষণা করতে বলেছেন যেকোনো কালের, যেকোনো ব্যক্তিকে, যেকোনো (জাগতিক ও ধর্মীয়) বিষয় নিয়ে।

মানবসভ্যতার উন্নতি, প্রগতি ও শান্তির জন্য গবেষণা চালু রাখার প্রয়োজন তিন কারণে–

১. গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করে মানবসভ্যতার কল্যাণ ও উন্নতি করা।
২. কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী যে সকল ভুল কথা মানবসমাজে চালু আছে এবং যা দিয়ে মানবসভ্যতার ক্ষতি হচ্ছে, সেগুলো শনাক্ত করা এবং গবেষণার মাধ্যমে সে বিষয়ের সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন ও প্রচার করা।
৩. কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হওয়া।

বিজ্ঞানের সফট্ কপি (Soft copy) আছে প্রকৃতিতে। আর বিজ্ঞানের হার্ড কপি (Hard copy) হলো কুরআন। কুরআনে বিজ্ঞানের বিষয়গুলো উল্লিখিত আছে সংক্ষিপ্ত আকারে বা ইঙ্গিতে। তাই গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানের যে বিষয় আবিষ্কৃত হবে সেটি সঠিক হলে তা কুরআনে উল্লেখ থাকা ঐ বিষয়ের তথ্যের সাথে মিলে যাবে। এর ফলে কুরআনের সত্যতা প্রমাণিত হবে। এ তথ্যটি মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন সুরা হা-মিম-আস সাজদার ৫৩ নং আয়াতের মাধ্যমে।

গবেষণার প্রধান সমস্যা হলো– সঠিক বিষয় নির্বাচন করা। যদি বিষয়টি সঠিক না হয় তবে মাসের পর মাস বা বছরের পর বছর গবেষণা করে

ফলাফল হবে শূন্য। দয়াময় আল্লাহ মানবজাতির এই সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন মানুষকে আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে এবং আল কুরআনে বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিভিন্নভাবে উল্লেখ করে।

Common sense এবং কুরআনের ভিত্তিতে সঠিক গবেষণার বিষয় নির্ধারণ করার নীতিমালা হলো–

ক. কুরআনে যে সকল অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় উল্লিখিত আছে, সেগুলো নিয়ে গবেষণা করা নিষেধ। কারণ সুরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে, ঐ সকল বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য মানুষ গবেষণা করে কখনই উদ্ঘাটন করতে পারবে না বরং তাতে ভুল বিষয় উদ্ঘাটিত হবে এবং মানবজাতির অকল্যাণ হবে। অতীন্দ্রিয় বিষয়গুলো হলো– জান্নাত, জাহান্নাম, ফেরেশতা, আল্লাহর আরশ, হুর, গেলমান ইত্যাদি। কিছু কিছু সুরার শুরুতে থাকা এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দসমূহও মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন- الم ،ص ،يس ইত্যাদি।

খ. যে সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বিষয় আল কুরআনে অস্পষ্ট বা ব্যাপক অর্থবোধকভাবে উল্লিখিত আছে সেগুলো হবে গবেষণার বিষয়। ঐ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করলে নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হবে এবং তাতে মানবসভ্যতার কল্যাণ হবে। ঐগুলো যেমন হতে পারে সাধারণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় (বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি) তেমনই তা হতে পারে ধর্মীয় বিষয়। এ ধরনের বিষয়ের কয়েকটি হলো– লোহায় আছে প্রচণ্ড শক্তি, লোহায় আছে নানাবিধ কল্যাণ, যথাসাধ্য সমরশক্তি, পৃথিবীতে যত পবিত্র জিনিস আছে তা খাও ইত্যাদি।

গ. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে সকল আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী কথা ইসলামের কথা হিসেবে মুসলিম সমাজে চালু আছে সে সকল কথাও হবে গবেষণার বিষয়। কারণ, সুরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন– কুরআনে তথা ইসলামে এমন কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) কথা নেই যা চিরন্তনভাবে মানুষের Common sense-এর বাইরে থাকবে। তাই ঐ বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে বিষয়গুলোর ব্যাপারে ইসলামের সঠিক তথ্যটি একদিন না একদিন উদ্ঘাটিত হবে এবং তাতে মুসলমানদের ও মানবসভ্যতার ব্যাপক কল্যাণ হবে।

এ ধরনের কয়েকটি বিষয় হলো– অর্থছাড়া কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী, ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু ছোঁয়া যাবে না, সকল কিছুর ভাগ্য পূর্বনির্ধারিত ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো নিয়ে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন গবেষণা করে ইসলামের সঠিক তথ্য জাতির কাছে উপস্থাপন করেছে।

Common sense-এর দোষ ও গুণ

Common sense-এর দোষ

আকল/Common sense/বিবেকের দোষ হলো শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া।

Common sense-এর গুণসমূহ

১. সকলের কাছে সকল সময় থাকা।
২. Common sense-এর মাধ্যমে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো সহজ।
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় খুবই কম লাগা।
৪. ব্যবহার করতে অর্থ খরচ না হওয়া।
৫. Common sense-এর রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঠিক হয় তথা কুরআন ও হাদীসের সঙ্গে মিলে যায়।

Common sense অবদমিত ও উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

Common sense অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশে আকল/Common sense/বিবেক অবদমিত হয় কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। এর প্রমাণ–

যুক্তি

যুক্তি-১

সাধারণ নৈতিকতা/বান্দার হক/মানবাধিকারের (Human rights) সকল বিষয়ে সব ধর্মের মানুষের মত অভিন্ন। এটি প্রমাণ করে যে, বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশে আল্লাহ প্রদত্ত আকল/Common sense/বিবেক অবদমিত হয় কিন্তু একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

যুক্তি-২

পৃথিবীতে মুসলিম থেকে অমুসলিম হয় না বললেই চলে। যা হয় তাও মিথ্যা তথ্য বা আর্থিক লোভ-লালসার ধোঁকায় পড়ে। কিন্তু অমুসলিম থেকে মুসলিম হওয়ার সংখ্যা অসংখ্য। কারণ, সঠিক পরিবেশ ও তথ্য পেয়ে অমুসলিমদের সুপ্ত বা অবদমিত বিবেক জেগে ওঠে তাই তারা মুসলিম হয়ে যায়।

আল কুরআন

পূর্বে উল্লিখিত (পৃষ্ঠা নং ৬৭) সুরা মুলকের ১০ নং আয়াতে থাকা কাফির ব্যক্তি ও জাহান্নামের পাহারাদারদের মধ্যকার কথোপকথন থেকে জানা গেছে যে– দুনিয়ায় কাফির ব্যক্তিরা যদি তাদের আকল/Common sense/ বিবেককে যথাযথভাবে ব্যবহার করে চলতো তবে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না। শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে কাফিরদের Common sense অবদমিত হয়। কিন্তু কুরআন বলছে ঐ অবদমিত Common sense-ও যথাযথভাবে ব্যবহার করলে তাদের জাহান্নামে যেতে হতো না।

তাই এ আয়াত থেকে বোঝা যায়, শিক্ষা ও পরিবেশের কারণে Common sense অবদমিত হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না।

Common sense উৎকর্ষিত হওয়ার পদ্ধতি এবং মাত্রা

সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে Common sense উৎকর্ষিত হতে থাকে। এক পর্যায়ে তা কুরআন ও সুন্নার কাছাকাছি পৌঁছে যায়। তবে তা কখনও কুরআন-সুন্নার সমান হয় না। অর্থাৎ ব্যক্তির Common sense যত উৎকর্ষিত হতে থাকবে তার রায়ও তত সঠিক হতে থাকবে। কিন্তু Common sense-এর সকল রায় কখনও সঠিক হবে না।

পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা

বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানা মানুষের সংখ্যা নিম্নের কোনটি হবে?

১. অনেক
২. খুব কম
৩. প্রায় শূন্য
৪. বলা কঠিন

প্রায় সকল মুসলিম উত্তর দিবেন প্রায় শূন্য। কিন্তু এ উত্তর সঠিক নয়।

আল কুরআনের সুরা বাকারার ২৬নং আয়াতে সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য বিষয় (শিক্ষা) বলা হয়েছে। আর চিকিৎসা বিজ্ঞানের উদাহরণকে কুরআন অন্য উদাহরণের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দিয়েছে। তাই চলুন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের একটি সত্য উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যাক–

MBBS পাশ করা একজন চিকিৎসককে সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসক (General Physician) বলা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড়ো দিকের (Anatomy, Physiology, Pathology, Pharmacology, Community Medicine, Forensic Medicine, Internal Medicine, Surgery, Gynae-Obstetrics, Radiology, Opthalmology, ENT ইত্যাদি) মৌলিক জ্ঞান না থাকলে একজন ছাত্রকে MBBS পরীক্ষায় পাশ করানো হয় না। অর্থাৎ একজন সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের, চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড়ো দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের শিক্ষক হলো মানুষ। আর আকল/Common sense/বিবেকের শিক্ষক হলেন মহান আল্লাহ। রূহের জগতে শাহী দরবারে নিজে ক্লাস নিয়ে তিনি মানুষকে Common sense-এর জ্ঞানের বিষয়গুলো শিখিয়েছেন (সুরা বাকারা, আয়াত নং ৩১)। মানুষ কর্তৃক শিক্ষা

দেওয়া একজন সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের চিকিৎসা বিজ্ঞানের সকল বড়ো দিকের মৌলিক জ্ঞান থাকে। তাই আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক শিক্ষা দেওয়া একজন সাধারণ জ্ঞানী মানুষের (আকল/Common sense/বিবেকধারী মানুষ) ইসলামের সকল বড়ো দিকের মৌলিক জ্ঞানসমূহ থাকবে এটা বলা ও মানা খুবই সহজ।

তাই, যার আকল/Common sense/বিবেক আছে সে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানে। অন্যকথায় পৃথিবীতে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় না জানা মানুষের সংখ্যা হলো Common sense কার্যকর না থাকা মানুষের সংখ্যার সমান। অর্থাৎ পৃথিবীর পাগল ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের সংখ্যার সমান।

সাধারণ নৈতিকতা/বান্দার হক/মানবাধিকারের (Human rights) অসংখ্য কথা যেমন– সত্য বলা ভালো, মিথ্যা বলা মহাপাপ, মানুষের ক্ষতি করা পাপ, মানুষের উপকার করা ভালো, চুরি করা অন্যায়, ঘুষ খাওয়া অপরাধ ইত্যাদি ইসলামের কথা। এ বিষয়গুলো পৃথিবীর সকল Common sense-ধারী মানুষ জানে।

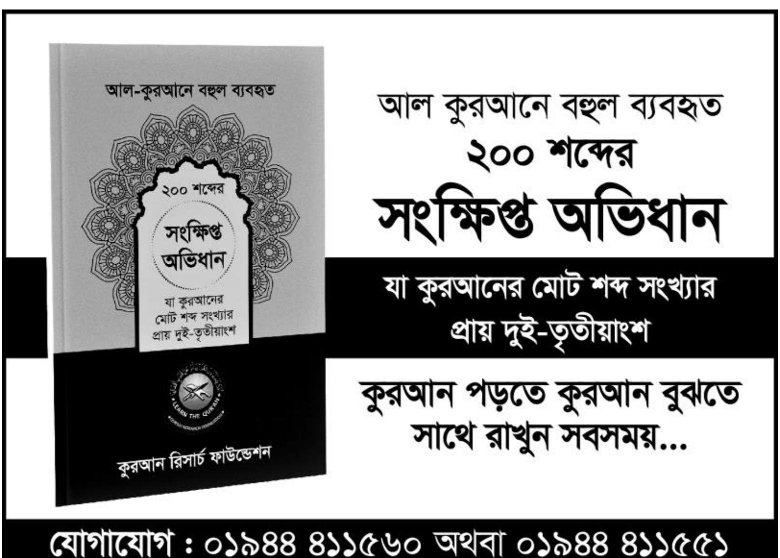

Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করার গুনাহ/ক্ষতি

যুক্তি

আকল/Common sense/বিবেক সকল মানুষকে জন্মগতভাবে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া এক অতি বড়ো নিয়ামত। গুরুত্বের দিক দিয়ে মানুষকে আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া ১ নং (সবচেয়ে বড়ো) নিয়ামত হলো আল কুরআন। ২ নং নিয়ামত হলো সুন্নাহ। আর ৩ নং অবস্থানে আকল/ Common sense/বিবেক। তাই, সহজে বলা যায়– বিনা যাচাইয়ে Common sense-কে অগ্রাহ্য করলে তথা Common sense-এর বিরোধী বা বাইরের কথা যাচাই না করে মেনে নেওয়া আল্লাহর এক অতি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করার গুনাহ হবে।

আল কুরআন

তথ্য-১

ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ.

এরপর অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে (আল্লাহ প্রদত্ত) নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সুরা তাকাসুর/১০২ : ৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি হতে জানা যায়– পরকালে আল্লাহর দেওয়া নিয়ামত ব্যবহার করা হয়েছে কি না সে বিষয়ে সকল মানুষকে জিজ্ঞাসা করা হবে তথা হিসেব দিতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালার দেওয়া এক অপূর্ব নিয়ামত হলো আকল/Common sense/বিবেক। তাই, এ আয়াত থেকে জানা যায়– শেষ বিচারের দিন দুনিয়ায় Common sense-কে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না সে বিষয়ে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-২

... ...اِنَّ السَّمۡعَ وَالۡبَصَرَ وَالۡفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنۡهُ مَسۡـُٔوۡلًا .

... ... নিশ্চয় কান, চোখ ও মন এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(সুরা বনী ইসরাইল/১৭ : ৩৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতাংশ থেকে সহজে বোঝা যায়– শেষ বিচারের দিন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করা সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।

শক্তি তিনটি ব্যবহারের যে দিক সম্পর্কে জবাবদিহি করার বিষয়টি সহজে বোঝা যায় এবং চালুও আছে তা হলো– শ্রবণশক্তি দিয়ে যা শুনতে নিষেধ করা হয়েছিল তা শোনা হয়েছিল কি না, দৃষ্টিশক্তি দিয়ে যা দেখতে নিষেধ করা হয়েছিল তা দেখা হয়েছিল কি না এবং Common sense ব্যবহার করে যা বোঝার চেষ্টা করতে নিষেধ করা হয়েছিল তা বোঝার চেষ্টা করা হয়েছিল কি না।

কিন্তু এ ৩টি শক্তির ব্যবহারের যে দিকটি সম্পর্কে জবাবদিহির বিষয়টি একেবারে প্রচার পায়নি তা হলো– কোন পণ্ডিত ব্যক্তির দেওয়া রায়কে শক্তি তিনটির দেওয়া রায় দিয়ে যাচাই করে গ্রহণ বা অগ্রাহ্য করা হয়েছিল কি না? যেমন–

১. ব্যক্তি নিজ কানে একটি কথা শুনেছে কিন্তু একজন বড়ো ব্যক্তির ঐ বিষয়ে বলা বিপরীত কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না?
২. ব্যক্তি নিজ চোখে একটি জিনিস দেখেছে কিন্তু একজন পণ্ডিত ব্যক্তির ঐ বিষয়ে বলা বিপরীত কথা বিনা যাচাইয়ে মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না?
৩. কোনো বিষয়ে ব্যক্তির নিজ Common sense-এর রায়কে বিনা যাচাইয়ে অগ্রাহ্য করে অন্য কোনো পণ্ডিত ব্যক্তির ঐ বিষয়ে দেওয়া বিপরীত রায়কে মেনে নেওয়া হয়েছিল কি না?

তথ্য-৩

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ .

অতএব (হে জ্বিন ও মানুষ!) তোমরা তোমাদের রবের কোন শক্তিকে অস্বীকার করবে?

(সুরা আর-রহমান/৫৫ : ৩০ বার)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মহান আল্লাহর দেওয়া কোনো নিয়ামতকে অস্বীকার করলে কুফরী ধরনের গুনাহ হবে। যার আকল/ Common sense/বিবেক আছে সে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় জানে। তাই, ইসলাম জানা নেই মনে করে অন্যের দেওয়া নিজ Common sense-এর বিপরীত রায় যাচাই না করে মেনে নিলে, আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হবে। আর তাই এতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

তথ্য-৪

وَلَوْ اَنَّنَا نَزَّلْنَاۤ اِلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتٰى وَ حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَىْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوْا لِيُؤْمِنُوْۤا اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُوْنَ .

আর আমরা যদি তাদের কাছে ফেরেশতা প্রেরণ করতাম, মৃতরা যদি তাদের সাথে কথা বলতো এবং সব বস্তুকে তাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হতো তবুও তারা ঈমান আনতো না, আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। কারণ তাদের অধিকাংশই জাহিলি ভাবধারার অনুসারী।

(সুরা আন'আম/৬ : ১১১)

ব্যাখ্যা : জাহিলি ভাবধারার অনুসারী ব্যক্তিরা হলো আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার না করে চলা ব্যক্তি। তাই, এ আয়াতের শিক্ষা হলো– যারা Common sense ব্যবহার করে না তাদের সামনে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করলেও আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী তারা ঈমান আনতে পারবে না। তাই, আয়াতটির ভিত্তিতে বলা যায়– যারা জীবন পরিচালনার সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে Common sense-এর বিপরীত কথা বলে বা কাজ করে তাদের ঈমান থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরীর গুনাহ হবে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ... ... عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ، وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا الْإِثْمُ؟ قَالَ: إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহ.) আবূ উমামা (রা.)-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রাওহ থেকে শুনে তাঁর 'মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রসুল (স.)-কে জিজ্ঞাসা করল– ঈমান কী? রসুল (স.) বললেন– যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে ও অসৎ কাজ পীড়া দেবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল– হে রসূল (স.)! গুনাহ কী? যে কাজ করতে তোমার অন্তর সায় দেয় না সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দেবে।

- ♦ মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ২২০৬৬।
- ♦ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির একটি তথ্য হলো– যাকে সৎকাজ আনন্দ দেবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দেবে সে মু'মিন। সৎকাজ আনন্দ ও অসৎকাজ পীড়া দেয় সেই ব্যক্তিকে যার আকল/Common sense/বিবেক জাগ্রত আছে। তাই হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, Common sense জাগ্রত থাকার বিষয়টি ঈমান থাকা না থাকার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর তাই হাদীসটির ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– নিজ Common sense-এর বিপরীত রায় বিনা যাচাইয়ে মেনে নিলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

বাংলা ভাষাভাষীদের জন্য অতি সহজে এবং অল্প সময়ে
কুরআন তিলাওয়াত শেখার এক যুগান্তকারী পদ্ধতি

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
প্রকাশিত

সাধারণ
কুরআন
তিলাওয়াত
শিক্ষা

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

Common sense-এর দুর্বলতার ক্ষতি এড়ানোর উপায়

Common sense-এর দুর্বলতা থেকে ক্ষতি এড়ানোর উপায় জানা ও বোঝার জন্য প্রথমে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেকের মধ্যকার পার্থক্য সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে। সে পার্থক্য হলো−

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- **কুরআন :** আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- **Common sense/আকল/বিবেক :** জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক এবং মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের অনুপস্থিতে কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- Common sense/আকল : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. **মানদণ্ড ও বুনিয়াদ (ভিত্তি) দৃষ্টিকোণ**

- **কুরআন :** মানদণ্ড জ্ঞান।
- **সুন্নাহ :** কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- **Common sense/আকল/বিবেক :** বুনিয়াদি/ভিত্তি জ্ঞান।

বিজ্ঞান : মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারে আকল/Common sense/বিবেকের বিরাট ভূমিকা আছে। উদাহরণস্বরূপ

বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। তাহলে দেখা যায় বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞানের সহজ সংজ্ঞা হলো− Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানের উৎস আকল/Common sense/বিবেক তথা অপ্রামাণিত/সাধারণ জ্ঞানের সাথে প্রমাণিত জ্ঞান তথা কুরআন ও সুন্নাহ ব্যবহার করে অপ্রামাণিত/সাধারণ জ্ঞানের দুর্বলতা কাটিয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো−

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে- ‘কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)’ শিরোনামের বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-১২)।

যে অভিনব উপায়ে Common sense-কে জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের জ্ঞানের উৎসের তালিকায় আকল/Common sense/বিবেক অনুপস্থিত। অভিনব এক পদ্ধতিতে কাজটি করা হয়েছে। প্রথমে মু’তাজিলা (প্রতিষ্ঠাতা ওয়াসিল ইবনে আতা, জীবনকাল : ৮০-১৩১ হি.) নামের একটি দল তৈরি করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহর চেয়ে Common sense অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রচার করা হয়। অর্থাৎ মু’তাজিলাদের মাধ্যমে প্রচার করানো হয়– কোনো বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর সাথে আকল/Common sense/বিবেকের দ্বন্দ্ব হলে কুরআন ও সুন্নার রায় বাদ দিয়ে Common sense-এর রায়কে গ্রহণ করতে হবে। এ কথায় সকল মুসলিম যখন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো তখন অন্যদের মাধ্যমে ‘Common sense জ্ঞানের কোনো ধরনের উৎস হওয়ার যোগ্য নয়’ কথাটি প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি এখনও প্রতিষ্ঠিত আছে। এ কর্মনীতি দুষ্টদের একটি অতিপ্রিয় কর্মনীতি। কর্মনীতিটি হলো– If you want to kill a good dog give him a bad name and then kill him (যদি তুমি একটি ভালো কুকুরকে মারতে চাও তবে প্রথমে তার নামে একটি বদনাম প্রচার করে দাও। তারপর সেটি মেরে ফেলো)।

জ্ঞানের উৎসের তালিকা থেকে Common sense বাদ যাওয়ায় যে ক্ষতি হয়েছে

ক্ষতি-১

জন্মগতভাবে পাওয়া রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অবদমিত হওয়ার কারণে শারীরিক AIDS রোগ হয়। আর আকল/Common sense/বিবেক অবদমিত হওয়ার কারণে জ্ঞানের AIDS রোগ হয়। জন্মগতভাবে পাওয়া ভুল জ্ঞান প্রতিরোধ ক্ষমতা হলো আকল/Common sense/বিবেক। শারীরিক AIDS রোগ হলে ছোটোখাটো জীবাণুও রোগ সৃষ্টি করে এবং সে রোগে মানুষ মারা যায়। আর জ্ঞানের AIDS রোগ হলে ছোটো শয়তানরাও জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে জ্ঞান লন্ডভন্ড করে দেয়। তাই, যেদিন থেকে আকল/Common sense/বিবেককে জ্ঞানের উৎস থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেদিন থেকে ছোটো শয়তানেরাও জ্ঞানে ভুল ঢুকিয়ে মুসলিমদের জ্ঞানকে লন্ডভন্ড করা শুরু করেছে। বর্তমানে মুসলিম জাতির জ্ঞান চরমভাবে লন্ডভন্ড। আর এটি মুসলিম জাতির বর্তমান চরম অধঃপতনের মূল কারণ।

ক্ষতি-২

সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির ফলে উন্নত হওয়া Common sense ব্যবহার করে কুরআন ও সুন্নাহর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা করার পথ বন্ধ হয়ে গেছে। ফলে ইসলামকে শ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখতে মুসলিমরা ব্যর্থ হয়েছে।

ক্ষতি-৩

আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের যে অসাধারণ প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) কুরআন ও হাদীসে আছে তা মুসলিমরা তৈরি ও প্রচার করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আল্লাহর সাথে কথা বলে পথনির্দেশনা লাভ করা ও Common sense

বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কথা বলা কি সম্ভব এবং সম্ভব হলে কথা বলার উপায়টি কী? যারা ইসলাম সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন তাদের সকলে উত্তর দেবেন সম্ভব এবং কথা বলার উপায়টি হলো সালাত। এ তথ্যটি মুসলিমগণ শিখেছে হাদীস থেকে। হাদীসে আছে সালাত হলো আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ। আর ঐ সাক্ষাতে আল্লাহর সাথে সালাত আদায়কারীর কথা আদান প্রদান হয়। সালাত আদায়কারীর কথা সুরা ফাতিহার আয়াতে লেখা আছে। আর আল্লাহর কথা উহ্য আছে।

দুঃখের বিষয় হলো– আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদানসহ অনেক বিষয়ে হাদীসের বক্তব্য অনেকেই জানে। কিন্তু একই বিষয়ের কুরআনে থাকা তথ্য অধিকাংশ মুসলিম জানে না। আল কুরআনের অনেক আয়াতের মধ্যে যে আয়াতটি থেকে আল্লাহর সাথে কথা বলার বিষয়টি সর্বাধিক স্পষ্টভাবে জানা যায় সেটি হলো–

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَآئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِيَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَآءُ ؕ اِنَّهٗ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ .

আর কোনো মানুষের এ মর্যাদা নেই যে আল্লাহ তার সাথে (সামনা-সামনি) কথা আদান-প্রদান করবেন। (আল্লাহর সাথে কথা আদান-প্রদান হতে পারে) শুধু ওহী-এর মাধ্যমে বা পর্দার অন্তরালে থেকে অথবা প্রেরিত দূতের (জিব্রাইল ফেরেশতা) মাধ্যমে যে তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ওহী করেন। নিশ্চয় তিনি (আল্লাহ) সমুন্নত ও প্রজ্ঞাময়।

(সুরা শুরা/৪২ : ৫১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে সকল বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে–

১. মোবাইল ফোন প্রযুক্তি (তথ্যপ্রযুক্তি)।

২. আল্লাহর কাছে থাকা মানুষের ID তথা মোবাইল নাম্বার (মানব শারীরবিজ্ঞান)।
৩. মানুষের ব্রেইন কীভাবে কাজ করে (মানব শারীরবিজ্ঞান)।
৪. মানব শরীরে জ্ঞানের শক্তি আকল/Common sense/বিবেকের অবস্থান (মানব শারীরবিজ্ঞান)।
৫. ওহী শব্দের আভিধানিক বিভিন্ন অর্থ (আরবী ভাষা)।

আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে, শারীরিক গঠনে দুর্বলতার কারণে কোনো মানুষের সাথে আল্লাহর সামনা-সামনি কথা আদান-প্রদান হতে পারে না। এরপর বলা হয়েছে, মানুষের সাথে তিনটি উপায়ে আল্লাহর কথা আদান-প্রদান হতে পারে–

১. 'ওহী'-এর মাধ্যমে।
২. পর্দার অন্তরালে থেকে।
৩. জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে।

আল্লাহ তা'য়ালা নবী-রসুলগণের সাথে এ তিনটি উপায়ে কথা আদান-প্রদান করেছেন এবং নবী-রসূলগণ এ তিনটি উপায়ে জ্ঞানার্জন করেছেন। আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে পর্দার অন্তরালে থেকে বা জিব্রাইল ফেরেশতার আনা 'ওহী'-এর মাধ্যমে কথা আদান-প্রদান হওয়া সম্ভব নয়। তাই, আয়াতটি থেকে জানা যায়– আল্লাহর সাথে সাধারণ মানুষের কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ হতে পারে এক বিশেষ ধরনের 'ওহী'-র মাধ্যমে।

বর্তমান যুগে বোঝা যায়– ঐ বিশেষ ধরনের 'ওহী' হলো SMS বা ক্ষুদে বার্তা। তাই, এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে কথা আদান-প্রদান এবং তার মাধ্যমে দিকনির্দেশনা লাভ হতে পারে SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মাধ্যমে। 'ওহী' শব্দের আভিধানিক একটি অর্থ হলো সূক্ষ্ম শিক্ষা তথা ক্ষুদে বার্তা (SMS)।

SMS (ক্ষুদে বার্তা) আদান-প্রদানের মানুষের আবিষ্কৃত পদ্ধতি– SMS বা ক্ষুদে বার্তা পাঠাতে হয় কোনো একটি মোবাইল সেট থেকে। মোবাইল সেট থেকে বার্তাটি ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভ আকারে প্রথমে যায় স্যাটেলাইটের সার্ভারে (Server)। সার্ভার বার্তাটি একইভাবে পাঠিয়ে দেয় যার কাছে বার্তাটি পাঠানো হয়েছে তার মোবাইল সেটে। গ্রহণকারী সেটের পর্দায় ইলেক্ট্রম্যাগনেটিক ওয়েভটি অক্ষর ও শব্দ আকারে ফুটে ওঠে।

আল্লাহর সাথে মানুষের SMS আদান-প্রদান হয় আল্লাহর তৈরি করে রাখা জ্ঞানের সার্ভার এবং মানুষের জন্মগতভাবে পাওয়া জ্ঞানের শক্তি আকল/ Common sense/বিবেকের মধ্যে। জ্ঞানের এ শক্তিটি থাকে মানুষের ব্রেইনের সম্মুখ অংশে (Fore brain)। SMS করতে ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার লাগে। প্রত্যেক মানুষের জন্য আল্লাহর দেওয়া ID নাম্বার বা মোবাইল নাম্বার হলো DNA নাম্বার। আল্লাহর তৈরি জ্ঞানের সার্ভারে মানুষের জীবনে যত প্রশ্ন আসা সম্ভব তার সবগুলোর উত্তর মেমোরি আকারে দেওয়া আছে।

মানুষের মনে যখন কোনো প্রশ্ন উদয় হয় তখন সম্মুখ ব্রেইনে বিদ্যুতের একটি Wave (ঢেউ) তৈরি হয়। আল্লাহর সার্ভার ঐ ওয়েভ অনুধাবন (Sense) ও বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে মানুষটি কী প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। সার্ভার এটিও বুঝতে পারে কোন DNA নাম্বার থেকে প্রশ্নটি এসেছে। আল্লাহর সার্ভার প্রশ্নটির উত্তর ঐ DNA নাম্বার ধারণকারী মানুষটির মনে ক্ষুদে বার্তা আকারে পাঠিয়ে দেয়। তবে এই ক্ষুদে বার্তার সঠিক তথ্যটি উদ্ধার করার ক্ষমতা সকল মানুষের সমান নয়। মানুষের মনে থাকা আকল/Common sense/বিবেক যার যত উৎকর্ষিত হবে সে ঐ ক্ষুদে বার্তা তত সঠিকভাবে বুঝতে পারবে। Common sense উৎকর্ষিত হয় কুরআন, হাদীস, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য ঘটনা ও সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য কাহিনির ভিত্তিতে সত্য জ্ঞানার্জন করার মাধ্যমে।

ক্ষুদে বার্তার যে 'বুঝ' গ্রহণযোগ্য হবে বা হবে না–

১. গ্রহণযোগ্য হবে : কুরআন ও সুন্নাহর সম্পূরক বা অতিরিক্ত বুঝ।
২. গ্রহণযোগ্য হবে না : কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বুঝ।

কুরআন ও হাদীসের তথ্যসহ বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে **'আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি'** (গবেষণা সিরিজ-৪০) নামক বইটিতে।

Common sense বিরোধী কিছু কথা ও আমল যা মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং ইসলামের অপরিসীম ক্ষতি করছে

আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী অসংখ্য কথা বর্তমান মুসলিম সমাজে ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু আছে। সহজেই বোঝা যায়, ঐ সকল কথা মুসলিমদের অপরিসীম ক্ষতি করেছে, করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও আকল/Common sense/বিবেক ব্যবহার করে কোনো বিষয়ে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র তথা নীতিমালা হলো–

যেকোনো বিষয়

↓

আকল/Common sense/বিবেক (আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ/অপ্রমাণিত জ্ঞান) বা বিজ্ঞানের (আকলের মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিশেষ জ্ঞান) ভিত্তিতে সঠিক বা ভুল বলে **প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা** নেওয়া

↓

কুরআন (মূল প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে সুন্নাহ (ব্যাখ্যামূলক প্রমাণিত জ্ঞান) দিয়ে যাচাই করে প্রাথমিক সিদ্ধান্তকে **চূড়ান্তভাবে** গ্রহণ বা বর্জন করা এবং সে আলোকে **চূড়ান্ত ব্যবস্থা** নেওয়া (প্রাথমিক ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া বা নতুন ব্যবস্থা নেওয়া)

↓

সম্ভব না হলে প্রাথমিক সিদ্ধান্তের (আকল/Common sense/বিবেক বা বিজ্ঞানের রায়) ভিত্তিতে নেওয়া ব্যবস্থা ও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া

↓

মনীষীদের **ইজমা-কিয়াস** দিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকে যাচাই করে অধিক তথ্যভিত্তিকটি গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে

বর্তমান মুসলিম সমাজে আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী অসংখ্য কথা সম্পর্কে যেকোনো মুসলিম খোলা মনে তার Common sense-কে প্রশ্ন করলে সাথে সাথে উত্তর পাবে– কথাগুলো সঠিক নয়। অর্থাৎ নির্ভুল জ্ঞানার্জনের নীতি অনুযায়ী ইসলামের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত পেয়ে যেত যে, কথাগুলো সঠিক নয়। এরপর আরবী কুরআন বা কুরআনের অনুবাদ ও হাদীস পড়লে সে ঐ প্রাথমিক সিদ্ধান্তের সমর্থনে অনেক দলিল পেয়ে যেত। ফলে কথাগুলো মুসলিম সমাজে চালু হতে বা থাকতে পারত না। এখন আমরা সংক্ষিপ্তভাবে ঐ ধরনের কিছু কথার ব্যাপারে আকল/ Common sense/বিবেকের রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় জানার চেষ্টা করবো।

১. কুরআনের জ্ঞানার্জন করার গুরুত্ব অন্য অনেক আমল যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদির তুলনায় কম

এ কথাটি মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। আর এর প্রমাণ হলো– যে সকল মুসলিম নিষ্ঠার সাথে সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি পালন করছে তাদের অধিকাংশের কুরআনের গ্রহণযোগ্য পরিমাণ জ্ঞান না থাকা। আর এর ফলে একটি কথা সরাসরি কুরআন বিরোধী হলেও অধিকাংশ মুসলিম তা ধরতে পারে না।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : কোনো কাজে সফল হওয়ার জন্য ১ নং বা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সে কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়, বিশেষ করে মৌলিকগুলো সর্বাধিক নির্ভুল উৎস থেকে জানা। এটি Common sense-এর সহজ বোধগম্য একটি কথা। ইসলামের সকল মৌলিক বিষয় ধারণকারী একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ হলো আল কুরআন। আর মৌলিক বিষয়গুলো পুরো কুরআনে ছড়িয়ে আছে। তাই Common sense-এর সহজ রায় হলো– একজন মুসলিম, যে ইসলাম অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চায়, তার ১ নং বা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে পুরো কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা।

তাহলে– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি কুরআনের জ্ঞানার্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রচলিত এ কথাটি সম্পূর্ণ আকল/Common sense/ বিবেক বিরোধী। আর তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– প্রচলিত কথাটি সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মুমিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ'** (গবেষণা সিরিজ-৪) নামক বইটিতে।

২. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী

এ কথাটিও মুসলিম সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং এর প্রভাবে অগণিত মুসলিম বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন পড়ছে বা খতম দিচ্ছে। ফলে তারা কুরআন পড়া সত্ত্বেও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। তাই, ইবলিস শয়তান অনেক অনৈসলামিক কথাকে ইসলামের কথা বলে তাদেরকে সহজে গ্রহণ ও আমল করাতে সফল হয়েছে এবং হচ্ছে।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : সওয়াব অর্থ লাভ। দশ নেকী অর্থ দশ গুণ লাভ। কোনো গ্রন্থ এমনকি একটি গল্পের বইও অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে দশ গুণ লাভ হয় এটি একটি চরম আকল/Common sense/বিবেক বিরোধী কথা। তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী' কথাটি সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?'** নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৭)।

৩. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা বা ধরা নিষেধ

কথাটি মুসলিমরা ব্যাপকভাবে জানে ও মানে। একজন মানুষের জাগ্রত অবস্থার বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি একজন মুসলিমের জাগ্রত জীবনের বেশির ভাগ সময় কুরআন ধরে পড়ার পথে একটি বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অর্থাৎ এ কথাটি মুসলিমদের কুরআনের জ্ঞানার্জনের সময়কে ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়ে দারুণভাবে ক্ষতি করছে।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : কোনো গ্রন্থ পড়ার কাজটি তা স্পর্শ করা বা ধরা কাজটি অপেক্ষা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোনো অবস্থায় একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না এটি চরম Common sense বিরোধী কথা। তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে, কিন্তু স্পর্শ করা বা ধরা নিষেধ' কথাটি সঠিক নয়। এ বিষয়ে Common sense সম্মত কথাটি হবে– ওজু ছাড়া কুরআন পড়া গেলে স্পর্শ করাও যাবে। আর ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করা না গেলে পড়াও যাবে না। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৯) নামক বইটিতে।

৪. আনুষ্ঠানিক কাজের শুধু অনুষ্ঠান করলেই কল্যাণ তথা সওয়াব পাওয়া যায়

যে কাজ করতে সকলকে অভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান করতে হয় তাকে আনুষ্ঠানিক কাজ বা আমল বলে। যেমন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি। বর্তমান মুসলিম বিশ্বে চালু থাকা কথা হলো– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আনষ্ঠানিক আমলের শুধু অনুষ্ঠান করলেই আমলগুলো পালন করা হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে। আর বর্তমান মুসলিমরা এ কথাটি অনুযায়ী বাস্তবে আমলগুলো পালনও করে যাচ্ছে।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : পৃথিবীতে মানুষের তৈরি আনুষ্ঠানিক কাজের কয়েকটি হচ্ছে– স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির শিক্ষা। এ আনুষ্ঠানিক কাজগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায়– ঐ কাজগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে কিছু না কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। আর অনুষ্ঠানগুলো করে তা থেকে দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলেই শুধু আনুষ্ঠানিক কাজগুলোর অভীষ্ট উদ্দেশ্য অর্জিত হয়। অর্থাৎ অনুষ্ঠানটি করে লাভ হয়। যে কোনো আনুষ্ঠানিক কাজের ব্যাপারে এ কথাগুলো যে সঠিক তা আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে সহজে বোঝা যায়।

সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, কুরবানী ইত্যাদি হলো আনুষ্ঠানিক আমল তথা কাজ। তাই, আকল/Common sense/বিবেকের সহজ রায় হলো– আল্লাহর কাছে কবুল তথা গ্রহণযোগ্য হতে হলে আমলগুলোর অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সাথে পালন করে প্রতিটি অনুষ্ঠান ও পঠিত বিষয় হতে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিয়ে তা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রয়োগ করতে হবে।

তাই ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক আমলের শুধু অনুষ্ঠান করলেই আমলগুলো পালন করা হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমলগুলো আল্লাহর কাছে কবুল হয়ে যাবে' প্রচলিত এ ধারণা সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে'** (গবেষণা সিরিজ-৩) এবং **'মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-৫) নামক বই দুটিতে।

৫. মু'মিন ব্যক্তি কবীরা (বড়ো) গুনাহ নিয়ে পরকালে গেলে কিছুদিন জাহান্নামে থাকার পর চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে

আলোচ্য কথাটি বর্তমান মুসলিমদের প্রায় সকলে জানে ও মানে। কথাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজে দ্বিমুখী (Double standard) আচরণের

বহু মানুষ দেখা যায়। এরা সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমল পালন করছে সাথে সাথে মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদিও করছে। এ ব্যক্তিরা মনে করে মিথ্যা বলা, ওজনে কম দেওয়া, ঘুষ, দুর্নীতি ইত্যাদি করে দুনিয়ার মজা আগে ভোগ করে নেওয়া যাক। আর ঈমান আছে তাই বড়ো গুনাহর কারণে জাহান্নামে গেলেও কিছুদিন পর বের হয়ে এসে জান্নাত মিলবে। তাই, আলোচ্য কথাটির প্রভাবে বর্তমান মুসলিম সমাজে অশান্তি দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : যে কোনো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক (কবীরা/বড়ো) বিষয়গুলোর একটিও বাদ গেলে কাজটিতে মৌলিক ত্রুটি থেকে যায়। ফলে কাজটি আংশিক নয়, শতভাগ ব্যর্থ হয়। এটি একটি সহজ Common sense সম্মত কথা। তাই ইসলামী জীবনের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক (কবীরা/বড়ো) বিষয়গুলোর একটিও (ইচ্ছাকৃতভাবে) বাদ দিলে পুরো ইসলামী জীবন ব্যর্থ হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে স্থায়ী শাস্তি পেতে হবে, এটিও একটি Common sense সম্মত কথা। তাই, Common sense-এর রায় তথা ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– 'মু'মিন ব্যক্তি কবীরা (বড়ো) গুনাহ নিয়ে পরকালে গেলে কিছুদিন জাহান্নামে থাকার পর চিরকালের জন্য জান্নাত পাবে' প্রচলিত এ কথাটি সঠিক নয়। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?'** নামক বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-২০)।

৬. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হলো উপাসনামূলক ইবাদতের অনুষ্ঠানগুলো পালন করা

বর্তমান বিশ্বের শিক্ষিত বা নিরক্ষর অসংখ্য মুসলিম মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে করেন– সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি আমলগুলোর শুধু অনুষ্ঠান পালন করা। আর বাস্তবে অধিকাংশ মুসলিম এটি অনুসরণ করে তাদের জীবনও পরিচালনা করে।

কথাটির ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের রায় : মহান আল্লাহ নিজেকে মানুষের জন্য পরম দয়ালু ও করুণাময় হিসেবে ঘোষণা করেছেন। তাই Common sense-এর ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস মেনে নিয়ে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ

প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। অর্থাৎ ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– মহান আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে কুরআনকে সকল জ্ঞানের নির্ভুল, পরিপূর্ণ ও মানদণ্ড উৎস মেনে নিয়ে জন্মগতভাবে জানা সকল ন্যায় কাজ বাস্তবায়ন ও অন্যায় কাজ প্রতিরোধের মাধ্যমে মানুষের কল্যাণ করা। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে **'মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-১) নামের বইটিতে।

শেষ কথা

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ! ওপরে উপস্থাপিত তথ্যগুলো জানার পর আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন কুরআন ও সুন্নাহ– আকল, Common sense, বিবেক, বোধশক্তি বা আল্লাহ হতে জন্মগতভাবে পাওয়া সাধারণ জ্ঞানকে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছে এবং কেন তা দিয়েছে। আসুন, আমরা সবাই মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি তিনি যেন আমাদের সবাইকে সাহায্য করেন–

১. Common sense-কে আল্লাহ তা'য়ালা ও রসুল (স.)-এর বলে দেওয়া যথাযথ গুরুত্ব ও মর্যাদার আসনে স্থান দেওয়ার ব্যাপারে কাজ করার জন্য।
২. বর্তমান মুসলিম সমাজে চালু থাকা Common sense বিরোধী কথাগুলোর ব্যাপারে যথাযথ পদ্ধতি অনুযায়ী চিন্তা-গবেষণা (Research) করা ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য।

এ দুটি বিষয় বাস্তবে ঘটলে ইনশাআল্লাহ মুসলিমরা আবার তাদের হৃতগৌরব ফিরে পাবে এবং ভবিষ্যতে আকল/Common sense/বিবেকের বিরোধী কথাকে ইসলামের কথা বলে তাদের গ্রহণ করানো অসম্ভব হবে। আপনাদের সবার দোয়া চেয়ে এবং 'এক ভাইয়ের ভুল-ক্রুটি ধরিয়ে দেওয়া অন্য ভাইয়ের ঈমানী দায়িত্ব' কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবি-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবি-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল-কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ (স.)-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবন বিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলে (একদিন না একদিন) জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা পর্যালোচনা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না?
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. যে গভীর ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মুসলিম জাতি ও বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানো হয়েছে
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিকাহগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানী গ্রন্থে উপস্থিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের তথ্যধারণকারী জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **মেধা বিকাশ,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৮৬৬৬৭৯১১০
- **আদর্শ লাইব্রেরী,** দেবিদ্বার, কুমিল্লা, মোবাইল : ০১৮৬২৬৭২০৭০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস,** বাড়ী-৬১, শিরইল মোল্লা মিল, ওয়ার্ড নং-২১, রাজশাহী মহানগর, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া দাওয়াহ সেন্টার :** জানে সাবা হাউজিং সোসাইটি, সদর, বগুড়া। ০১৭৩০৯১৪৫৮৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০
- **কুরআন এডুকেশন সেন্টার,** দুপচাচিয়া, বগুড়া, ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭৭৯১০৯৯৬৮
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২, নিচতলা, হাজী মহসিন রোড, টুটপাড়া, খুলনা। ০১৯১৬১৩৮৩৪৩, ০১৯৩২৬৪০০৭৫, ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর,** মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... .

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

... ...

হাদীসের সনদ ও মতন
উভয়টি বিচার বিশ্লেষণ করে
সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী
যুগোপযোগী ব্যাখ্যাসহ

সনদ ও মতন সহীহ
হাদীস সংকলন
প্রথম খণ্ড

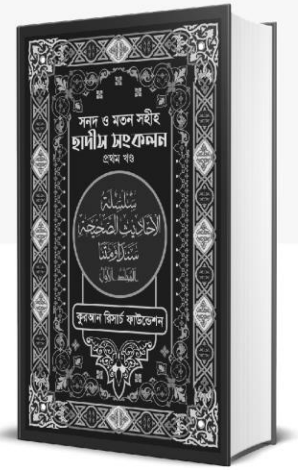

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত
গবেষণা সিরিজের ৪২টি বই

সাথে ২টা বই একদম ফ্রি!

ডেলিভারি চার্জসহ ১৮০০ টাকা মাত্র

দেশের যেকোনো প্রান্তে ক্যাশ অন হোম ডেলিভারি

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০, ০১৯৪৪ ৪১১৫৫৮, ০১৯৭৭ ৩০১৫১১

For Online Order : **www.shop.qrfbd.org**